SATYER ALOKE

BISHNUPRIYA MANIPURI

মূল্য ঃ ৩০'০০

মুদ্রণে ঃ পাল প্রিণ্টিং হাউস,
আখাউড়া রোড, আগরতলা।

—সম্পাদকীয়—

ইতিহাসের নির্মম গতিধারায় একটি মানব গোষ্ঠী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অবলুপ্তির পথে ধাবিত। সেই ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠী আদি ভূমি মণিপুর থেকে উৎখাত হয়েছে, এই উচ্ছেদ অভিযানও চলেছিল প্রায় তিন শতাব্দী ধরে। আদিভূমির নতুন দখলকারীরা সাজিয়ে বানিয়েছে বাস্তববর্জিত এক বিকৃত ইতিহাস। ভূখণ্ডের সমস্ত ঐতিহাসিক চিহ্ন, ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে ও অলক্ষ্যে অবহেলায় কিছু কিছু তথ্য হয়ে রয়ে গেছে। যাকে বিকৃত করে ও বিকৃত হয়নি। তারই কিছু উপাদানের সমারোহ নিয়েই তৈরী হয়েছে ভীমসেন সিংহের এই দলিল। আশা করি এই দলিলের ধুসর ছড়ী ছেড়া পাতা এক নতুন আলোর ক্ষীণ শিখা হতাশার মধ্যে জ্বালাতে পারবে।

বিমল সিংহ

মৈতৈরা কি মণিপুরী ঃ--

ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে ভারতবর্ষের, বিশেষভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণ একটি ভিন্ন ধরণের বিতর্কের সঙ্গে কমবেশী ওয়াকিবহাল হয়ে আসছে। বিতর্কটি হচ্ছে মৈতৈরা দাবী করে যে 'বিষ্ণুপ্রিয়া'রা মণিপুরী না, অপরদিকে মৈতৈদের এই দাবীকে বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব প্রদান না করে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা তাদের মাতৃভাষাকে "বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী" নামে শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তনের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিগত প্রায় চারিটি দশক ধরে আন্দোলন করে আসছে। ত্রিপুরার বাম গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকার রাজ্যের 'ও,বি,সি' তালিকায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে সম্প্রতী সরকারী ঘোষণা করায় এই বিতর্ক পুনরায় প্রচার মাধ্যম সমূহে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই বিতর্কের উপর তথ্যভিত্তিক যুক্তি নির্ভর এক আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারনা।

জাতিসত্তা সম্পর্কীয় যে কোন বিষয়ই অত্যন্ত আবেগিক বিষয়। এহেন একটি আবেগিক বিষয়ের উপর দায়িত্বশীল আলোচনা করার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শর্তটি হচ্ছে সংযম। সংযমের প্রতি সচেতন হয়েই আলোচনা শুরু করা যাক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে। প্রশ্নটি হচ্ছে— মৈতৈরা কি মণিপুরী? 'মণিপুরী' শব্দটি বাস্তবে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মৈতৈদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রচলিত তথা অপরিচিত। দুই অপরিচিত মৈতৈ ব্যক্তির মধ্যে পরিচয় স্থাপনের প্রচলিত সংলাপটি এই রকম নাউ মৈতৈ রো? (তুমি/আপনি মৈতৈ ব্যক্তি নাকি?) কিন্তু নাউ মণিপুরী রো? কখনও বলা হয় না। ইম্ফলের পাওনা, থাঙ্গাল ইত্যাদি বাজারে স্থানীয় পণ্যকে 'মৈতৈ আলু' 'মৈতৈ মুলা' 'মৈতৈ কপি' ইত্যাদি বলা হয়। কিন্তু কখনও 'মণিপুরী আলু, মণিপুরী মুলা' ইত্যাদি বলা হয় না। মৈতৈদের সকল প্রকার লোকনৃত্যকে 'মৈতৈ জগৈ' বলা হয়, 'মণিপুরী জগৈ' বলা হয় না। অসমীয়া ভাষার সাপ্তাহিক পত্রিকা "অসম বাণী"র ১৯৯১ সনের ২৫শে জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায়,

প্রকাশিত গুয়াহাটি কটন কলেজের জনৈক ছাত্র এন কৃষ্ণ সিংহের একটি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ : "আজি কেই বছরমান আগতে আজির মণিপুর রাজ্যের রাজ্যিক ভাষা মেইতেই আছিল, কোতিয়াও মণিপুরী বুলি স্কুল, কলেজ তথা অফিস আদালতত প্রচলিত নাছিল। ইয়ার প্রমাণ অসমর শিক্ষাক্ষেত্রতো আছিল। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়তো 'মেইতেই' বুলি স্বিকৃত আছিল। কালক্রমত আমার অন্তর্কলহর বাবে কিছুমান গোষ্ঠীয়ে মেইতেই ভাষার সলনি মণিপুরী করে আরু শিক্ষার মাধ্যমত মণিপুরী ভাষা বুলি প্রচলিত হয়। সেই কারণেই আমি মেইতেই গোষ্ঠী মণিপুরী হলো নেকি ? এতিয়াও আমার মাজত মেইতেই বুলি প্রচলিত। ইতিহাসক লুপ্ত করিব পারিব নে ?……………।

১৯৭৬ সনে 'মৈতৈ ভাষা'কে 'মণিপুরী ভাষা' নাম দিয়ে মণিপুর রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যভাষা বিল পাশ করায় মৈতৈদের জাতিস্বত্বার আবেগিক অনুভূতি প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। সমগ্র মৈতৈ জনসাধারনের মধ্যে আবেগ জড়িত প্রবল বিতর্ক সেই সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে প্রকাশিত "The Resistence' নামের আলোচনীর ১৯৭৬ সনের ৯ই জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত একটি মন্তব্য নিম্নরূপ : Manipuri used to denote meiteilon is a misnoner. It neither signifies that it is the language of the meiteis nor does follow that it is the language of the Manipuries." ১৯৭৮ সনের ১৮ই জুন তারিখে 'কাউলেই য়্যাক কৌবা' ইম্ফল শহরে এক সভায় মিলিত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, মণিপুরী ভাষার পরিবর্তে 'কাউলেই লোন', মণিপুরী অক্ষরের পরিবর্তে 'কাউলেই য়্যাক' এবং মণিপুরের পরিবর্তে 'কাউলেই' নাম করণ করা হউক। প্রচারপত্র ছাপিয়ে এই দাবীগুলো শহরে ব্যাপকভাবে বিলী করা হয়েছিল, এবং স্মারকপত্র যোগে সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়েছিল যে, রাজ্য বিধানসভায় এই বিষয়ে যেন

শীঘ্র এক বিল পাশ করানো হয়। মৈতৈ ন্যাশনাল ফ্রন্ট' (এম-এন এফ) এবং সহযোগী সংস্থা সমূহ দ্বারা 'মণিপুর রাজাভাষা বিল'কে বিরোধিতা করার খবর সর্বজন বিদিত। এই সংগঠনগুলো 'মণিপুর' রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে 'মেইতেই লেইপাক', অথবা 'কাউ লেইপাক', 'মণিপুরী' ভাষার নাম পরিবর্তন করে 'মেইতেই লোন' অথবা 'কাউলেই লোন' এবং 'মণিপুরী অক্ষরের পরিবর্তে 'মেইতেই মেয়াক' অথবা 'কাউলেই মেয়াক' প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে আসছে অনেক বছর ধরে। এই দাবীগুলোর সমর্থনে এই সংগঠনগুলো সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে বিভিন্ন প্রচার পত্র, স্মারকপত্র, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট আদি নানা ধরনের ব্যাপক আন্দোলন করে আসছে।

জাতি স্বত্বার পরম্পরাগত এবং আবেগিক পরিচয় 'মৈতৈ'কে বিলুপ্ত, করে সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে ব্যাপকভাবে 'মণিপুরী'তে রূপান্তরের এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ফলেই 'উগ্রপন্থী মৈতৈ মৌলবাদ' এর জন্মের প্রধান কারণ বলে রাজনীতির পণ্ডিতদের একাংশ মত প্রকাশ করে থাকেন। সার্বিক ভাবে 'মণিপুরী'তে রূপান্তরের এই শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে জাতিস্বত্বার পরম্পরাগত আবেগিক পরিচয় মৈতৈকে রক্ষা করার জন্য সর্বশ্রেণীর মৈতৈদের মধ্যে সেই সময় থেকেই এক কার্যকরী জনপ্রিয় প্রথার প্রচলন হতে থাকে। প্রথাটি হচ্ছে ব্যক্তির নামের শেষে উপাধির স্থলে 'মৈতৈ' শব্দটিকে সংযোজিত করা। আকাশবানীর বিবিধ ভারতীয় 'সৈনিক ভাইদের জন্য' অনুষ্ঠানের শ্রোতারা অসংখ্য অনুরোধকারীর মৈতৈ উপাধিযুক্ত নাম প্রায়ই নিশ্চয় শুনতে পান। নামের উপাধিতে 'মৈতৈ' শব্দের সংযোজনের ব্যাপক প্রচলনের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৯৪ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখের সংখ্যায় "The Times of India" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ নিম্নরূপ :

Meitei Community heading for spiritual crisis. Imphal, February 10 : After Practisign Vaishnavism

for nearly 300 years the nine lakh strong Meitei community of Manipur is heading for a deep spiritual crisis with significant number of them rejecting the present faith and returning to the Sanamahi religion of there forefathers.

Though the number of 'revivalists' as they are called, is not Known, it is substantial. However, what is significant is a Meitei to-day is in search of a new meaning for being a Hindu.

The revivalism is not only the rejection of faith. The revivalists are discarding the Bengali script of the Manipuri language and taking keen interest in the prevaishnavite period schiptures and literature The surname 'singh' is being replace by 'Meitei'. The Manipur contingent at the recently concluded National Game in Pune had more Meiteis than Singhs.

পরম্পরাগত জাতিস্বত্ত্বার আবেগিক পরিচয় মৈতৈকে চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত করে 'মণিপুরী'ত্বে চূড়ান্তভাবে রূপান্তরের চূড়ান্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের চূড়ান্ত সংগ্রামের ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত The Telegraph' পত্রিকার ১৯৯২ সনের ২৪শে জুলাই তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদ নিম্নরূপ :

Plea to rename Manipuri from our correspondent, New Delhi. July 23 : close on the heels of the GNLF supreme, Mr. Subhash Ghising's demand that Gorkhali and not Nepali, Should be included

in the Eighth Schedule of the Constitution, revivalists in Manipur have demanded that the Manipuri Language be named 'Meeteilon'.

Already threatened by the agitation launched by the All Manipuri Students Union, the fresh controversy is an added concern for the R K. Dorendra Singh government in the State.

According to the supporters of 'Meeteilon', Which means the language spoken by the Meeties, there is no language called Manipuri. They said, 'Meeteilon' is the only language spoken and written by the entire population of Manipur either as their mother tongue or as a 'linguafranca' for the last few centuries

A delegation of the joint organisation for the spread and Preservation of the Meetei script recently met the union Home Minister, Mr. S. B. Chavan and submitted a memorandum urging now to take immediate steps include the language in its present form in the Eighth schedule of the constitution. The leaders of this group informed the Home Minister that the original script of Meeteilon had been changed into Bengali after the 'forcible conversion of meeteis to Hinduism. They demanded that Meeteilon and not manipuri be recognished as the official language and the original script be recognished and accepted by the centre.

In the wake of the fresh controversy, a high level delegation from Manipur, led by the speaker of the state Assembly, Mr. H. Borobabu Singh, came to the capital and met Mr. Chaven asking him to take immediate steps to resovle the crisis.

.........At the meeting the leaders clearified all the points raised by the supporters of meeteilon and said no difference existed between it and the Manipuri language. .....It is learnt that a compromise is now being worked out by Mr. Chavan to resolve the controversy. Mr. chavan has assured the leaders that a Bill will be introduced in this session of parliament to include it in the Eighth Schedule. As a solution to the controversy, he suggested that though the language will be referred to as Manipuri in the Bill, The word Meeteilon could also be mentioned within brackets.

এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত উপরোক্ত বিলের সরকারী কপির প্রতিলিপি প্রবন্ধকারের দ্বারা সংগৃহীত করা সম্ভবপর হয় নি। সুতরাং ভারতের গৃহমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উপরোক্ত বিলে ব্রাকেটে 'মৈতৈ' শব্দ সংযোজন করা হয়েছে কিনা বলা গেল না।

১৯০৮ সনে তদানীন্তন মণিপুরের সহকারী রাজনৈতিক প্রতিনিধি টি, সি, হাডসন বিরচিত একটি গ্রন্থের নামটিই হচ্ছে 'দি মেইথেইজ'। জাতিসত্তার পরিচয় মৈতৈ, মণিপুরী নয়, এই তথ্যের সমর্থনে এরূপ অসংখ্য উদাহরণ সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে আছে। অধিক উদ্ধৃতির দ্বারা প্রবন্ধটিকে দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন নেই বলেই পাঠকবর্গ স্বীকার করে নেবেন আশা করা যায়। এতক্ষণে একটি সত্য স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে যে, জনসত্বার পরিচয় 'মৈতৈ' জনপ্রিয়ভাবে সর্ব সাধারণ মৈতৈদের মধ্যে প্রচলিত। উপরোক্ত 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার উদ্ধৃতির এক স্থানে উল্লেখ আছে যে, নেতৃবর্গ (রাজনৈতিক) স্বীকার করেছেন No difference existed Between it (Meeteilon) and Manipuri Language." যদি এই দুই নামের ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই, তাহলে অধিক জনপ্রিয় এবং পরাম্পরাগত ভাবে বাস্তবে প্রচলিত 'মৈতৈ' নামটিকেই গ্রহণ না করে মণিপুরী নামটি গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবর্গের এই প্রাণপন প্রয়াস কেন? এই কার্যের অন্তর্নিহিত রহস্য অন্যত্র উদ্ঘাটন করা হবে।

মৈতৈরা কি অ-বি-সি, না ট্রাইবেল?

রাজনৈতিক দিক থেকে নিজেদের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এক স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মৈতৈ নেতৃত্বের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী অবস্থান স্বীকার করেনেয়ার প্রয়াস প্রায় সর্বজন বিদিত। ১৯৫১ সনের ভারতের দশবার্ষিক লোক গণনা পর্যন্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ 'কম্যুনিটি' ভিত্তিক লোক গণনা ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্প্রদায় ভিত্তিক লোক গণনাকে 'মৈতৈ' একং 'বিষ্ণুপ্রিয়া' উভয় ভাষিক গোষ্ঠীকে 'মণিপুরী' সম্প্রদায় হিসাবে সরকারীভাবে নথিভূক্ত করা হয়েছিল। ১৯৩১ সালের লোকগণনায় 'মণিপুরী' সম্প্রদায়কে 'ট্রাইবেল' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তদানীন্তত আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার শ্রীহট শহরে (বর্তমানে বাংলাদেশে) প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে 'সুরমাভেলী মণিপুরী এসোশিয়েসন' নামে মৈতৈ এবং 'বিষ্ণুপ্রিয়া'দের যৌথ একটি আর্থ সামাজিক সংগঠন সেই সময়ে খুবই সক্রিয় ছিল। এই সংগঠনের সক্রিয় নেতৃত্বের অধিকাংশই ছিলেন 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষিক গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি। লোক গণনার প্রতিবেদনে উপরোল্লিখিত ভাবে 'মণিপুরী' সম্প্রদায়কে 'ট্রাইবেল' রূপে চিহ্নিত করণের এই ঘটনাকে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শন করে এবং নানা গ্রহণযোগ্য তথ্যাপাতি পরিবেশন করে উক্ত এসোসিয়েশন মণিপুরীদের 'বর্ণহিন্দু হিসাবে নথিভুক্ত করার দাবী

জানায়। ১৯৩৩ সনে আসাম ফ্রেনচাইজ কমিটি এসোসিয়েশনের এই দাবীকে স্বীকার করে 'মণিপুরী' সম্প্রদায়কে 'বর্ণহিন্দু' হিসাবে পুর্ণ-স্বীকৃতি করে। এসোশিয়েসনের এই কার্যকে স্বাগত জানিয়ে ১৯৩৬ সনে তৎকালীন ইম্ফলের রাজা চূড়াচন্দ সিংহ এসোসিয়েশনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে মৈতৈরা যদিও মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত, তথাপি ভারতীয় আর্য হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার প্রথানুযায়ী এইরূপ বর্ণহিন্দু' শ্রেণীভুক্ত করনকে নীরবে গ্রহণ করে এসেছেন ১৯৮৪ সন পর্যন্ত।

১৯৮৪ সনে মণিপুর রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিশাঙ কাইশাঙ দ্বারা মণিপুর বিধানসভায় ঘোষণা করা একটি সিদ্ধান্ত১৯৮৭ সনের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে প্রকাশিত 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' এইভাবে পরিবেশিত হয়েছিল— Inclusion of Meiteis in S T. List Urged" Imphal, July 25 (UNI): The Manipur Government has recomended to the Centre that the Meitei community should be included in the Scheduled Tribe list, the state chief Minister, Mr Rishang Keishang, told the state Assembly no Monday Theth are 30 different communities including Meitei in Manipur. The Meitei are a major community emong the 15,00,000 people of the State. মণিপুর সরকারের এই দাবী পরবর্তী সময়ে কি পরিণত হয়েছিল প্রবন্ধকারের জানা নেই। কিন্তু একই রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বিধানসভায় এইরূপ এক দাবী উত্থাপন করার মাত্র নয় বছর পরে সেই একই রাজ্যের অপর একজন মুখ্যমন্ত্রী সেই একই সম্প্রদায়কে ও বি-সি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৯৩ সনের অক্টোবর মাসের ২১ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত "The Assam Tribune" (Gowahati) পত্রিকার একটি সংবাদ নিম্নরূপ: "Golden jubilee"

Imphal, Oct. 20 : ......OBC Last : Rajkumar Dorendra Singh, Chief Minister of Manipur, said Meitei, Meitei Pangal would be included in the List of O B C.

He said all facilities given by the Government of India under OBC scheure, would be available to the both communities in Manipur. UNI."

অপরদিকে একথা প্রায় সর্বজন বিদিত যে, সত্তরের দশকের শেষ ভাগে নিজেদের 'ট্রাইবেল' হিসাবে চিহ্নিত করে ভাষাসহ অন্যান্য নানা সুবিধা ভারতের সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের অধীনে ভোগ করার জন্য মৈতৈ মৌলবাদীরা এক সময়ে জনপ্রিয় আন্দোলনও করেছিলেন। উপরে পরিবেশন করা তথ্যসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে একটি স্বচ্ছন্দ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়। এই সত্যটি হচ্ছে ভারতের সংবিধানের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন বৈষম্যমূলক সুযোগ সুবিধা সর্বাপেক্ষা অধিক লাভজনকভাবে ভোগ করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাত্তোর ভারবর্ষের এযাবৎকাল প্রচলিত তথার অনুসৃত রাজনৈতিক কুটিল প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করে মৈতৈদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় লিপ্ত থেকে কখনও উত্তর মেরুতে কখনও বা দক্ষিণ মেরুতে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে অস্থির স্থিতি গ্রহণ করে আসছেন।

মৈতৈরা মণিপুরী না' এই দাবীর সমর্থনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নথিপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার এই পর্যায়ের যবনিকা টানা যাক। The Origin of the Manipuris who call themselves Metheis" is still group the Manipuris are generally suppossed to have their descent form the Tibeto chinese stock and they also indicate much unttural affinity with the people of Thailand and Indonesia. শ্রী রাজমোহন নাথ বিরোচিত The Back ground of Assamese Culture গ্রন্থে উল্লেখ আছে Meitheis is clearly people

of theis land meaning people coming from central china." অনুরূপ অনেক প্রাপ্ত তথ্য থেকে উপরোল্লিখিত মাত্র দুটি উদ্ধৃতিই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে যে মনিপুর রাজ্যে মৈতৈরা বহিরাগত। এই দাবীকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরও দুটি তথ্যের উদ্ধৃতি দেয়া প্রয়োজন। শ্রী রাজমোহন নাথ বিরচিত The Background of Assamese Culture" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ৮৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে The Meithis were the later immigrants. They were more akin to the chines or the Thais and their language and habits are more Mongolian. ডালটন বিরচিত Descriptive Ethnology of Bengal" গ্রন্থের ৪৮—৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে By degrees the Mithies became dominant and that name was applied to the entire colony now that they claim to be of Hindu sescent. It is highly probably that these hordes overam a country that had been previously occupied by people of Aryan blood known in western India and to the bards."

উপরোক্ত তথ্য সমূহকে বিশ্লেষণ করলে সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাই একটি কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায় যে চীন, থাইলেণ্ড, ইন্দোনেশীয়া ইত্যাদি স্থান থেকে আগত মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত মৈতৈরা ভারতীয় আর্যগোষ্ঠী দ্বারা স্থাপিত প্রাচীন আর্য উপনিবেশ মনিপুরের নিকট অতিতের কোন এক সময়ে মণিপুরে প্রবেশ করেছিলেন। মৈতৈ ভাষা টিবেটো বর্মন ভাষাগোষ্ঠীর কুকী চীন উপশাখার অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষীক গোষ্ঠীর মানুষের কাছে মণিপুর একটি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভারতীয় আর্যজাতির প্রাচীন ভাষা। 'মণিপুর' শব্দের অর্থ হল মণিময় অথবা মণিপূর্ণ পুর। পূর্বে আলোচিত বহু তথ্য থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মৈতৈ একটি আবেগিত

এবং জনপ্রিয় তথা প্রচলিত ব্যবহারিক পরিচিতি। তাহলে এই আবেগিক পরিচিতির বিরুদ্ধে গিয়ে দুর্বোধ্য তথা অপ্রচলিত মণিপুরী নামে পরিচিতির স্বীকৃতি লাভের দুরন্ত প্রচেষ্টা কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে নিহিত আছে এক জটিল ঐতিহাসিক পটভূমি এবং রাজনৈতিক গভীর উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা হবে। বর্তমান আলোচ্য প্রসঙ্গটির সমাপ্তির পূর্বে আর একটি তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টির জটিলতার প্রতি পাঠকবর্গের মনযোগ আকর্ষণ করার জন্য চেষ্টা করা নিতান্তই প্রয়োজন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা 'দ টেলিগ্রাফ' এর ১৯৯২ সনের ৪ঠা আগষ্ট সংখ্যার 'লেটার্স' কলমে প্রকাশিত ইবোয়াইমা সিউ এর একটি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ :

Manipuri by any other name". Manipur was known by different names during different period of history It was called Kanglieipak for a considerable period of time. The terms ' Manipur and Manipuri were coined only after the poritish took control. No King of the hisotry of Manipur adopted any language as the state language other than Meiteilon."

একথা সবজন বিদিত ঐতিহাসিক ঘটনা বৃটিশ দ্বারা মাত্র উনিশ শতকের শেষ দশকে মণিপুর রাজ্য অধিকৃত হয়েছিল। উপরোক্ত মন্তব্য অনুসারে মাত্র একশত বৎসর পূর্বের এই রাজ্যের নাম বৃটিশরা মণিপুর বলে নামকরন করেছিল। তাহলে মাত্র একশত বৎসর পূর্বে প্রাপ্ত একটি নামকে হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত একটি নামের পরিবর্তে বিশেষ করে সেই নামের প্রতি জনসাধারণের আবেগিক আসক্তি প্রবলভাবে থাকা সত্ত্বেও গ্রহন করার সেই কষ্টসাধ্য দুরূপ বিতর্কিত প্রয়াস কেন ? বর্তমানে মণিপুর রাজ্য কোন বিদেশী শক্তির পরাধীন নয়। রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে রাজ্যের নাম 'কাউলেইপাক' গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা কোথায় ?

প্রাচীন ভারতীয় আর্যগোষ্ঠী 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন আর্য উপনিবেশ মণিপুরে হাজার হাজার বছর ধরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর বিভিন্ন বংশ রাজত্ব করে দেবনাগরী অক্ষরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাকে রাজভাষা রূপে প্রচলিত করেছিলেন—এই তথ্যের আলোচনা অন্যত্র হবে। মৈতৈ পরিচিতি বাস্তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রচলিত থাকা সত্বেও মৈতৈ নাম লেখায় গড়ায় নথিপত্রে অবলীলাক্রমে কিভাবে মনিপুরী নামে রূপান্তরিত হয় মহামান্য ভারতের লোকগণনা কর্তৃপক্ষের চক্রান্তের কল্যাণে সেই বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা হবে।

ত্রিপুরায় বর্তমান শাসনাধিষ্ঠ বামফ্রন্ট মোর্চা সরকার রাজ্যের অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী (ও-বি-সি)র তালিকা প্রস্তুত করে সরকারীভাবে সম্প্রতি ঘোষণা করেছে। সরকারের এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত রাজ্যের জনসাধারণের সমর্থন এবং প্রভুত প্রশংসা অর্জন করেছে। বিশেষ ভাবে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষীক গোষ্ঠীকে এই তালিকাভুক্ত করায় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ষাট হাজার এই ভাষীক গোষ্ঠীর জনাসাধারণ উল্লাসিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ভাষীক গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ আর্থ সামাজিক সংগঠন 'নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী মহাসভা এবং নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন শিক্ষায় দীক্ষায় এবং আর্থিক দিক থেকে অত্যান্ত অনগ্রসর এই সম্প্রদায়কে ভারতের সংবিধানের গণ্ডীর ভিতরে বিশেষ বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য বিগত তিরিশ বছর ধরে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলন করে আসছে। ত্রিপুরা সরকারের এই সিদ্ধান্ত এই জাতির উপরোল্লিখিত দাবীর এক সিংহভাগ পূরণ করেছে বলে গণ্য করা হচ্ছে। আসাম রাজ্য সরকরে ১৯৬১ সাল থেকে বিষ্ণু-প্রিয়া মণিপুরী ভাষীক গোষ্ঠীকে রাজ্যের ও. বি, সি, সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করে প্রদত্ত সুবিধা সমূহ প্রদান করে আসছে।

অপর দিকে ত্রিপুরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা করে মৈতৈ ভাষীক গোষ্ঠীর একাংশ সক্রিয় প্রতিবাদের কর্মসূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন। এই গোষ্ঠীর প্রতিবাদের মূল বিষয়বস্তু দুটি (১)

'বিষ্ণুপ্রিয়া' শব্দের সঙ্গে 'মণিপুরী' শব্দের সংযোজন গ্রহণযোগ্য না (২) মণ্ডল তালিকার ক্রমিক নং ৯৯ এ কেবল মাত্র মণিপুরী' সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নামের কোন উল্লেখ নেই, সুতরাং ত্রিপুরা সরকারের ও-বি-সি তালিকার ক্রমিক নং ২৫-এ মণিপুরী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নামের দুই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি এবং এই দুই সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে মণ্ডল তালিকার ক্রমিক নং ৯৯ এর উল্লেখ গাইর্ত কার্য্য। প্রতিবাদের যুক্তির সমর্থনে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য এবং সরকারী নথিপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যপক প্রচার চালানো সম্প্রতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক তথ্য সমূহের অধিকাংশই অস্বীকৃত, কল্পনাপ্রসূত এবং নিজ দাবীর সমর্থনে ম্যানুফেকচার করা পরস্পর বিরোধী এবং সরকারী নথিপত্রের উদ্ধৃতি সমূহ অসমাপ্ত তথা বিকৃত ব্যাখ্যাপুষ্ট।

'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' সংবিধান সম্মত নাম। বিষ্ণুপ্রিয়ারা মনিপুরী কিনা এই ঐতিহাসিক তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা সংবাদপত্রের স্বল্প পরিসরে সম্ভবপর না। তথাপি পরে সংক্ষিপ্ত এক আলোচনার প্রয়াস করা হবে এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যের উল্লেখ করা নিতান্তই প্রয়োজন। এই প্রবন্ধকারের সম্পাদনায় নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ ১৯৮৪ সনের জানুয়ারী মাসে 'Let History and Facts Speak About Manipuri's নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই গ্রন্থ বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের এবং সরকারী নথিপত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ সমূহের উদ্ধৃতির সংকলন মাত্র। এমন একটি দলিল স্বরূপ গ্রন্থকে মনিপুর সরকার (সম্ভবত) মণিপুর রাজ্যে নিসিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই নিসিদ্ধকরণের গ্রহণযোগ্য যুক্তি সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের কাছে এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত। ভারতবর্ষ একটি গণপ্রজাতন্ত্রি রাষ্ট্র। ভারতের জনসাধারনের দ্বারা গৃহীত একটি সংবিধানের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে আসছে। ভারতের সংবিধানের ভিত্তিতে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' নামের সাংবিধানিক স্থিতি

নির্ণয় করা অপরিহার্য। সংবিধানের Part XVII এর Chapter IV-Special Directives এর অধীনে ৩৫০ (ক) ধারায় উল্লেখ আছে— "Facilities for instruction in mother tongue at primary stage— It shall be the endeavour of every state and of every local authority within the state to provide adequete facilities for instruction in the mother tongue at the ptimary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the president may issue such directions to any state as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities."

ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি কি পদ্ধতিতে অনুরূপ নির্দেশ জারী করবেন, এই বিষয়েও সংবিধানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সংবিধানের ৩৫০ (খ) ধারায় উল্লেখ আছে, (1) There shall be a special Officer for linguistic minorities to be appointed by the president. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর দ্বারা ১৯৫৬ সনে এই ধারা সন্নিবিষ্ট করার সময় থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি 'The Commissioner for the linguistic minorities in India' নামে এই Speicial officer নিরবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান পর্যন্ত নিয়োগ করে আসছেন। এই স্থায়ী কমিশনের সদর দপ্তর এলাহাবাদে অবস্থিত এবং ভারত সরকার এই কমিশনের কার্যালয়ের কোটি কোটি টাকার ব্যয়ভার বহন করে থাকেন। এই 'Special Officer' এর কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সংবিধানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, It shall be the duty of the Special officer to investigate all matters relating to the safeguards proivided for linguistic minorities under this constitution and report to the president upon those matters at such intervals as the president may direct. and the president shall cause all such reports to be laid

before each house of parliament, and sent to the governments of the states concerned.” সংবিধানের এই ধারা থেকে এই কথা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয় যে ভাষীক সংখ্যালঘুর ক্ষেত্রে সংবিধান প্রদত্ত সুরক্ষা সমূহের বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করার সময় কমিশন (Special Officer) প্রতিটি ভাষীক সংখ্যালঘুর সকল বিষয়ের উপর অনুসন্ধান (Investigate) করবেন। এই অনুসন্ধানের হিসাবে কমিশন সরজমিনে তদন্ত করে বাস্তব অবস্থা নির্ণয় করে থাকেন। ঐতিহাসিক পটভূমি এবং পরম্পরার উপর অধ্যয়ন করেন। সর্বোপরি প্রচলিত সরকারী নথিপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা তথা পর্যালোচনা করে থাকেন। এই কথা সর্বজন বিদিত যে, পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে এই কমিশন আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকা অঞ্চল ভ্রমণ করে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষীক সংখ্যালঘুর বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত করে ঐতিহাসিক পটভূমিতে মৈতৈদের একটি গোষ্ঠীর এইরূপ নিরন্তর বিরোধীতা সত্বের 'Linguistic Minority Commissioerr te 1978-80 সময়ের দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার বিষয়ে মন্তব্য করলেন যে, 'It would be clear from the report of the Registrar General of India that the Bishnupriya Manipuri is a separate mother tongue and therefore, they have provided the same in their code structure for the 1981 census Naturally, this decision of the Registrar General of India would be based on authentic sources and records like the linguistic servey of Sir Grierson, who had recognised the existence of the speakers known as Bishnupriya Manipuri It would thus be clear that the demand of the speakers nomenclature of their language as Bishnupriya Manipuri, appears reasonable and justified. এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই আসাম সরকার

১৯৮৩ সনের ২৮শে অক্টোবর তারিখে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও মণিপুর সরকার এবং মৈতৈদের একটি গোষ্ঠীর প্রতিবাদের কাছে মাথা নত করে এই ভাষা প্রবর্তনের আদেশ ১৯৮৩ সনের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে স্থগিত রাখে। আসাম সরকার ১৯৮৯ সনের ২১শে জুলাই তারিখে পূর্বের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে ভাষাটি প্রবর্তনের পুনরাদেশ জারী করে। কিন্তু মণিপুর সরকার এবং মৈতৈদের উপরোক্ত গোষ্ঠীর প্রতিবাদের কাছে পুনর্বার মাথা নত করে আসাম সরকার ১৯৮৯ সনের ৮ই নভেম্বর তারিখে প্রবর্তনের আদেশে উপর দ্বিতীয়বার স্থগিতাদেশ জারী করে। এই স্থগিতাদেশ বর্তমান পর্যন্ত বহাল আছে। এইভাবে মাত্র ১৩ বৎসর সময়ের মধ্যে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষার উপর নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে আসাম সরকার ৬টি সিদ্ধান্ত (৩টি পক্ষে, ৩টি বিপক্ষে) গ্রহণ করে কলঙ্কী নজীর সৃষ্টি করেছে। এই বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হবে।

সংবিধানের বিশেষ নির্দেশ যে কোন সরকারের দ্বারা অবশ্য গ্রহণীয় হওয়া উচিত। এর ব্যতিক্রম সুস্থ গণতান্ত্রিক নীতি আদর্শের পরিপন্থী। ভারতের ভাষীক সংখ্যালঘু আয়ুক্তের উপরোক্ত প্রতিবেদন সমূহের সুপারিশ অনুসারে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' নামটি সংবিধান স্বীকৃত একটি সত্য। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ভাষীক সংখ্যালঘু আয়ুক্তের প্রতিবেদন ভারতের সংসদের উভয় সদনে উপস্থাপিত করা হয় সংসদের অবগতির জন্য। এই প্রতিবেদনের উপর সংসদে কোন বিতর্ক উত্থাপন করার কোন সুযোগ নেই। এর অর্থ এই যে, এই প্রতিবেদন সংসদের বিতর্কের উর্দ্ধে।

ভারতের সংসদের কোন সদনেই কষ্মিনকালেও কোন 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষী' ব্যক্তির সদস্য হিসাবে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু সংসদের উভয় সদনে মৈতৈ ভাষী সদস্য বরাবর প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। এমনকি মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যপদেও আসীন হয়েছেন। এমতাবস্থায় সংসদের উভয় সদনে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' নামটিকে স্বীকার করেও সংসদের বাইরে এসে পত্রিকার পাতায় নামটিকে বিরোধীতা করার মৈতৈদের একটি গোষ্ঠীর এহেন রাজনৈতিক

অপকৌশল সংবিধান অনুগত ভারতীয় নাগরিকদের গভীর উদ্বেগের বিষয়। 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সরকারী নীতি স্বীকৃত নাম' ভারত সরকারের ভাষা নীতির ভিত্তি এবং প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে স্যার জি, এ গ্রিয়ারসনের সংকলিত 'The linguistic Survey of India' নামক প্রতিবেদনটি। ইতিপূর্বে উদ্বৃতি দেয়া ভারতের ভাষীক সংখ্যালঘু আয়ুক্তের ২০ তম প্রতিবেদনে গ্রিয়ারসনের LSI-কে প্রামাণ্য নথি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯১৬ সনে ভারত সরকার ঘোষনা করলেন যে,. ১৯৬১ সনের ভারতের লোক গননা এবং পরবর্তী লোকগণনা সমূহ ভাষা ভিত্তিক লোক গণনা হবে। এই ভাষা ভিত্তিক লোক গণনার নীতি এবং পদ্ধতি হবে "The Principle adopted in this census is to record whatever a citizen gave out as his mother tongue, but languages or dialects other than those recognised in Sir Georg A Grierson's Linguistic Survey of India will not be recognised and will simply be dumped as 'Unclassified'. সরকারের এই নীতি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান করার একমাত্র বিষয়টি হচ্ছে উপরোক্ত LSI এ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাকে স্বতন্ত্র একটি ভাষা হিসাবে উল্লেখ করা আছে কিনা। LSI এর পঞ্চম খণ্ডে ৪১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—'The State of Manipur is very polyglot tract of country. The principal language is Meithei or Manipuri, but a number of other Tibeto Burman dialects are also spoken. A tribe known as MAYANG speaks a mongrel form of Assamese know by the same name. The number of speakers is estimated at about 1,000. Except for their languages the mayangs are indistinguishabl from the General Manipuri population All of them can speak Meithei They are also known as Bishnupriya Manipuris', or as 'Kolish Manipuries', and are said to be Comparetively numerous among the Manipuri population of cachar a d sylhet where their speciyl dialect is still spoken in their

homes as well as Metaithei and Bengali. Probably 3/4 of 22,500 the supposed speakers of Meithei in Sylhet really speak Mayang. We may, therefore, put the total number of speakers of the dialect at 23,500............(অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে স্থানাভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার বিষয়ে গ্রিয়ারসনের পূর্ণ মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া গেলনা। মাত্র উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে ভাষার জাত গোত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেটা হবে সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত। বরং পূর্ণ মন্তব্য অনুধাবন করলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের জাতীয় ইতিহাসের মূল উপাদান সমূহ দিবালোকের মত পরিস্কার ভাবে পরিস্ফুট হবে। এই উদ্ধৃতি থেকে একটি তথ্য পারিস্কার ভাবে প্রকাশ হচ্ছে যে, কাছাড় শ্রীহট্টে বর্তমানে (বাংলাদেশে) বসবাসকারী মণিপুরীদের ৩/৪ অংশই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। গ্রিয়ারসনের এই প্রতিবেদন ১৮৯১ সনে সংকলিত। সুতরাং জনসংখ্যা সম্বন্ধে মৈতৈদের একটি গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক প্রচার অপপ্রচারের নামান্তর মাত্র। অন্যত্র এই বিষয় আলোচনা হবে।

স্যার গ্রিয়ারসনের প্রতিবেদনের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে ভাষার তিনটি নাম পাওয়া গেল। যেমন, (১) মায়াঙ, (২) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী এবং (৩) কালিসা মণিপুরী। সরকার স্বীকৃত তথা গৃহীত দলিলে উল্লেখিত তিনটি নামের যেকোন একটি নাম বেছে নেয়ার বা ব্যবহার করার মৌলিক তথা গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের ও নেই, মৈতৈদেরতো নেই-ই অথচ ভারত রাষ্ট্রের লোক গণনা নামক চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মণিপুর সরকার এবং মৈতৈদের প্রতিক্রিয়াশীল একটি গোষ্ঠী এই মারাত্মক অগণতান্ত্রিক বে-আইনী কার্য্যে দীর্ঘদিন ধরে লিপ্ত হয়েছেন! ভারতের লোক গণনা কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ ভারত সরকারের গৃহ-মন্ত্রালয়ের দ্বারা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার বিরুদ্ধে করা নির্লজ্জ চক্রান্তের বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা হবে। অপরদিকে নিজেদের জাতি স্বত্বার আবেগিক পরিচয় মৈতৈ হওয়া সত্ত্বেও মাত্র রাজনৈতিক স্বার্থের বিবেচনায় লেখায় পড়ায় নথিপত্রে, 'মণিপুরী'

নামকে ব্যবহার করছেন মৈতৈদের মুষ্টিমেয় একটি রাজনৈতিক ক্ষমতাশীল চক্র। অথচ বাস্তবে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মৈতৈরা 'মণিপুরী' নামের কোন উল্লেখ পর্যন্তও কদাচ করেন না এই সম্বন্ধে তথ্য সহকারে পরে আলোচনা হবে। এই রাজনৈতিক মুনাফা লাভের পথ প্রদর্শক হচ্ছে স্যার গ্রিয়ারসনের LSI, কারণ, LSIতে উল্লেখ আছে মৈতৈ অথবা 'মণিপুরী'। সুতরাং ভারতের লোক'গণনা কর্তৃপক্ষ অখণ্ডনীয় এক সূত্র আবিষ্কার করে বললেন 'মৈতৈ এবং মণিপুরী সমার্থক'। তাহলে একই সূত্র অনুসরণ করে 'মায়াঙ', বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী এবং কালিসা মণিপুরী কেন সামর্থক হবে না? শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলন করে বিগত প্রায় তিরিশ বছর ধরে ভারত রাষ্ট্রের কাছে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা এই প্রশ্নের উত্তর দাবী করে আসছে। একটি রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে না পারার জন্য, অথবা সম্ভবত: সশস্ত্র সংগ্রাম করে উত্তর দাবী না করার জন্যই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা একটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গের আলোচনার যবনিকা টানার আগে একটি তথ্য উল্লেখ করা সমীচিন হবে। স্যার গ্রিয়ারসনের LSI এর সংকলন কাল ১৮৯১ সন। প্রায় এক শতাব্দীর অধিক কাল পরে ১৯৯৪ সনে এই LSI একটি জীবন্ত ইতিহাস। সুতরাং অন্য ঐতিহাসিক তথ্যের কচকচানির কোন প্রয়োজনই হয়তো আর নেই; তথাপি মৈতৈরা মণি-পুরী কি-না, অথবা বিষ্ণুপ্রিয়ারা মণিপুরী কি না এই বিতর্কের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা অন্যত্র অবশ্যই করা হবে।

ত্রিপুরা সরকার : অ-বি-সি তালিকা

ত্রিপুরা সরকারের সামগ্রিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত বিতর্কের অন্য বিষয়টি হচ্ছে-মণ্ডল তালিকা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। একথা সর্বজন বিদিত যে ত্রিপুরা রাজ্যের বাম গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকার 'মণিপুরী' সম্প্রদায়কে দুই ভাষীক গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। রাজ্যের প্রথম বাম গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকার ১৯৭৮ সনে 'ত্রিপুরা ৫ে' নামে একটি সরকারী মুখপত্র প্রকাশ করে। এই মুখপত্র প্রথমাবস্থায়

মণিপুরী' ভাষার পাক্ষিক পত্রিকা হিসাবে মৈতৈ তথা মনিপুরী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী দ্বৈতভাষায় প্রকাশিত হত। পরবর্তী কালে এই মুখপত্র স্বতন্ত্রভাবে মণিপুরী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষায় প্রকাশিত হয়ে বর্তমান পর্যন্ত প্রচলিত আছে। ত্রিপুরার বাম গমতান্ত্রিক মোর্চা সরকার বাস্তবের ভিত্তিতেই নীতি নির্ধারনের নীতিতে বিশ্বাসী। একই মণিপুরী ব্রাহ্মণ দুই ভাষীক গোষ্টীর দ্বারা গৃহীত হয়। একই ধর্মীয় নাম কীর্তন পালাগান উভয়গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত হয়। উভয় ভাষীক গোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সামাজিক ভাবে স্বীকৃত। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই দুই ভাষীক গোষ্ঠী প্রায় অভিন্ন। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেই ও বি সি তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের নামের প্রথম বর্ণের ক্রম অনুযায়ী 'ম' বলে মনিপুরী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী উভয় সম্প্রদায়কে ক্রমিক নং ২৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এই ক্রমিক নং ২৫ এর প্রসঙ্গে মণ্ডল তালিকার ক্রমিক নং ৯৯ উল্লেখ করা হয়েছে। একথা সত্য যে মণ্ডল তালিকার ক্রমিক নং ৯৯ এ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর উল্লেখ নেই। সুতরাং মণ্ডল তালিকার উল্লেখটি কেবলমাত্র মৈতৈ তথা মণিপুরীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাজ্যে ও বি সি তালিকার 'ব' বর্ণের ক্রমে যদি বিষ্ণু-প্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে সেই ক্রমের প্রসঙ্গে মণ্ডল তালিকার কোন উল্লেখ যদি না থাকতো. তাহলে এরূপ এক অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের কোন অবকাশই থাকত না।

যদি কেহ বিতর্কের অবতারনা করতে চান যে, মণ্ডল তালিকার অন্তর্ভূক্ত না এহেন একটি গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়কে কোন রাজ্যের অ বি সি তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, তাহলে সেই বিতর্কের অতি সহজ এবং সরল সমাধান আছে। ভারতের সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ ধারা অনুযায়ী কোন রাজ্য সরকার নিজ রাজ্যের বিশেষ কোন শ্রেনী, গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়কে বিশেষ ধরনের সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা সোহাগী বনাম ভারতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য মামলার বিষয়ে প্রদত্ত রায়ের ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার কমিশন গঠন করে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যের অ-বি-সি তালিকা নির্ণয় করে

সরকারী ভাবে ঘোষণা করেছে। সুতরাং রাজ্য সরকারের এই স্বীকৃতির বৈধতা বিতর্কের উর্দ্ধে। মৈতৈরা নিজেদের অনুকূলে রাজনৈতিক লাভালাভ নির্ণয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে বিগত ষাট বছরের সময়সীমার মধ্যে নিজেদের কখনও ট্রাইবেল. কখনও ও-বি-সি ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে আসছেন। গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা হবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতি মনযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন। সংবিধানের ৩৪০ ধারা-নুযায়ী গঠিত অস্থায়ী কমিশন মণ্ডল কমিশন এর সুপারিশ নিয়ে মৈতৈদের একটি গোষ্ঠী অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে হৈচৈ করছেন, অথচ একই সংবিধানের ৩৫০ (খ) ধারানুযায়ী একই পদ্ধতিতে গঠিত নীতিগতভাবে অধিক মর্যাদা-বান স্থায়ী কমিশন "The Commissioner for the Linguistic Minorities in India"র প্রতিবেদন সমূহকে মৈতৈদের সেই একই গোষ্ঠী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে আসছেন বিগত প্রায় তিন দশক ধরে। "সত্য সেলুকাস ! কি বিচিত্র এই দেশ"।

ভাষা নিয়ে রাজনীতি, ভাষা নিয়ে মর্যদার লড়াই ভারতের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে এক বিপজ্জনক সমস্যা। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন করে এক একটি ভাষাকে এক একটি রাজ্যের রাজ্যভাষা হিসাবে প্রচলনের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে ভাষা বিরোধ এবং বিক্ষোভের ঘটনা প্রায় সর্বজন বিদিত। ভাষা নিয়ে রাজনীতির সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক উপাদানটি হচ্ছে ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যার বিভাজন। ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা নির্দ্ধারিত হয় ভারতের দশবার্ষিক লোক গণনার মাধ্যমে। ১৯৬১ সনের এবং তৎপরবর্তী দশ-বার্ষিক লোকগণনা সমূহ 'ভাষাভিত্তিক' লোক গণনা হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারত সরকার ঘোষণা করলেন— "The principle adopted in this census is to record whatever a citizen gave out as his mother tongue, but languages or dialects other than those recognised in Sir George A. Grierson's "Linguistic Survey of India" will not be reco-

gnised and will simply be dumped as 'unclassified'. একজন নাগরিকের উত্তর (return) নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে সেন্সাস আইনের নির্দেশ হচ্ছে— 'Whatever return given by a citizen has to be recorded as such correctly and faithfully by the enumerator'. মাতৃভাষা সম্বন্ধে সেন্সাস আইনের সংজ্ঞাটি হচ্ছে— "Mother tongue is the language which the mother speaks to her childrne." এই আইন নীতি-নির্দেশকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে ভারতের লোকগণনা কর্তৃপক্ষ কিভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষীক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নজীরবিহীন জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন এবং এই আইন নীতি নির্দেশের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে কিভাবে মৈতৈ ভাষা মণিপুরী ভাষা হিসাবে রূপান্তরিত হল এবং সেন্সাসের এই জঘন্য চক্রান্তের সুযোগ গ্রহণ করে কিভাবে মৈতৈদের একটি গোষ্ঠী 'বিষ্ণুপ্রিয়ারা মণিপুরী নন' স্থিতিটি গ্রহণ করলেন— এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই হচ্ছে এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য।

১৯৬১ সনের ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক লোক গণনা আরম্ভ হওয়ার মাত্র তিন মাস পূর্বে ১৯৬০ সনের ১৭ নভেম্বর তারিখের SCO. 204/60/5502 পত্রযোগে তদানিন্তন Superintendent of census operation, Assam, ঘোষনা করলেন "All returns like 'Bishnupriya Manipuri' or 'Manipuri Bishnupriya' will be transposed to Manipuri'ie 'Meitei'....... উপরে উল্লেখিত লোক গণনার আইন নীতি অনুসারে Sri Grierson এর The Linguistic Survey of India (LSI) যদি ভাষা শ্রেণীবদ্ধ করণের একমাত্র ভিত্তি হয়, তাহলে LSI এর পঞ্চম খণ্ডে ৪১৯ পৃষ্ঠায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ভাষা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তৎকালে (১৮৯১ সনে) এই ভাষীক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ২৩,৫০০ জন বলে উল্লেখ করা আছে। তাহলে কোন্ আইন নীতির বলে উপরোক্ত Superintendent এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন? যদি LSI এ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বা মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া, ভাষাকে শ্রেণীবদ্ধ করা

হয় নি, তাহলে এইরূপ return সমূহ সেন্সাসের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী 'Unclassified' হিসাবে চিহ্নিত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কোন্ নীতিতে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী' বা 'মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া' নামের Return সমূহ সরাসরি 'মণিপুরী' অর্থাৎ মৈতৈ ভাষার সংখ্যাতে সামিল করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল ? 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষার বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্তের এইটিই সুচনা। উপরোক্ত Superintendent এর উপরোক্ত 'কালা নির্দেশের বিরুদ্ধে' নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভা তীব্র প্রতিবাদ জানালে উপরোক্ত Superintendent বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়কে আন্দোলনমুখী হতে না দেয়ার জন্য অন্য এক জঘন্য ষড়যন্ত্র রচনা করে মিথ্যা ও চাতুরীপূর্ণ এক প্রতিশ্রুতি প্রদান করে ১৯৬১ সনের ১৪শে জুলাই তারিখের (লোক গণনার অনুষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহতি পরে) SCO 70/59/3545 পত্রযোগে জানালেন যে, 'Meitei' and 'Bishnupriya are both recognised language or dialects according to Griersons' Index of languages and so it Manipuris of the cacher district have returned and two of the languages to the enumerators both the languages will be labulated and recorded in due course in the office.' এই চাতুরীপূর্ণ পত্রযোগে একটি সত্যকে স্বীকার করে বলা হল যে, 'কাছাড়ের মণিপুরীরা দুই ভাষীক গোষ্ঠী— মৈতৈ এবং 'বিষ্ণুপ্রিয়া'তে বিভক্ত। সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হল যে, মৈতৈ এবং বিষ্ণুপ্রিয়া নামেই দুই ভাষা নথিভুক্ত করা হবে। গণনাকারীর কাছে যে সমস্ত return বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বা মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া নামে দেয়া হল ইতিমধ্যে, সেগুলোর সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত না জানালেও এইরূপ এক ধারণার সৃষ্টি করা হল এই পত্রযোগে যে, 'মণিপুরী' বা 'মৈতৈ' নামের Return গুলো মৈতৈ নামে এবং 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' বা 'মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া' বা বিষ্ণুপ্রিয়া নামের রিটার্ণ সমূহ 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নামেই লোক গণনার প্রতিবেদনে প্রকাশিত হবে। জাতিস্বত্ব'র পরিচয় 'মণিপুরী' এবং মাতৃভাষার নাম 'মৈতৈ' এবং 'বিষ্ণুপ্রিয়া' এই স্থিতি মেনে নিতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের আজও কোন বিরোধ নেই। সেই সময়তো

ছিলই না। সেই সময়ে মণিপুরী (মৈতৈ) এবং মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) অথবা মৈতৈ মণিপুরী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী হিসাবে সরকারী নথিপত্রে ব্যাপকভাবে উল্লেখের প্রচলন ছিল। উক্তরোক্ত ২৪/৭/৬১ সনের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায় ১৯৬১ সনের ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক লোক গণনার প্রতিবেদন প্রকাশের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে ১৯৬৭ সনে ১২ প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। এই প্রতিবেদন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের বুকে সুদূর প্রসারী দুটো স্থায়ী চক্রান্তের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতে সক্ষম হলো।

'মৈতৈরা' কিভাবে 'মণিপুরী' হল? চক্রান্তকারী সেন্সাস কতৃপক্ষ এক চাতুরীপূর্ণ দ্বৈত নামের ভাষার সৃষ্টি করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করলেন— 'মৈতৈ/মণিপুরী'। অর্থাৎ 'মৈতৈ' এবং 'মণিপুরী' সমর্থক। এই দ্বৈত নামকরণকে আইন তথা নীতিগতভাবে বিরোধ করা যায় না। কারণ এ LSIএ বারংবার উল্লেখ আছে 'মৈতৈ' অথবা 'মণিপুরী'। তথাপি লোক গণনা কতৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দ্বৈত নামের জটিলতার পরিবর্তে একক নামের সহজতা-কেই গ্রহণ করিতে পারতেন। অনুরূপ কোন আলোচনা হলেও সহজেই অনুমান করা যায় যে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক মৈতৈ নেতৃত্ব দ্বৈত নামের জটিলতাকেই গ্রহণ করতেন। কারণ, দ্বৈত নাম থাকলে তবেই তা সর্বসাধারণ মৈতৈ জনগণের জাতিস্বত্বার ভাবাবেগ জড়িত এবং প্রচলিত বাস্তব ভাষার নাম 'মৈতৈ' লোক গণনার বায়ুমণ্ডলে রাজনৈতিক তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে অবলীলাক্রমে 'মণিপুরী' নামে রূপান্তরিত হয়ে প্রতি-বেদনে প্রকাশিত হবে। সর্বসাধারণ মৈতৈরা বললেন ভাষার নাম 'মৈতৈ'। গণনাকারী লিখলেন 'মৈতৈ'। ছাপাখানায় গিয়ে হল 'মণিপুরী'। প্রতিবেদনে প্রকাশিত হল 'মণিপুরী'। সর্বসাধারণ মৈতৈ-দেরকে যদি ভাষার নাম 'মণিপুরী' বলে উল্লেখ করতে বলা হয়, তাহলে আজও বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই সৃষ্টি হবে বলে অনুমান করা যায়।

১৯৬১ সনে লোকগণনার প্রতিবেদনে দ্বৈত নাম মৈতৈ/মণিপুরীর উল্লেখ সর্বত্র। ১৯৭১ সালের লোকগণনার প্রতিবেদনে শতকরা ৮০

ভাগ ক্ষেত্রে ভাষার নামের উল্লেখ কেবল মাত্র 'মণিপুরী'। ১৯৮১ সনের লোক গণনার প্রতিবেদনে শতকরা ১০০ ভাগ ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে ভাষার নামের উল্লেখ হল মণিপুরী। ১৯৬১ সন থেকে ১৯৮১ সন মাত্র ২০ বছরে ভাষার নামের রূপান্তরের প্রক্রিয়া শতকরা ১০০ ভাগ সুসম্পন্ন হল। সুতরাং 'Manipuri is one and undivisible language.' সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে মণিপুরী শব্দ যোগ করা চলবে না। এহেন 'মণিপুরীত্বের একক অধিকারী হওয়ার অন্তরালে কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এই বিষয়ে পরে আলোচনা হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া'রা 'মণিপুরী' না দাবীর উৎপত্তি। অপরদিকে ১৯৬১ সনের ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক লোকগণনার প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষীক সম্প্রদায় এক জঘন্য রাজনৈতিক চক্রান্তের স্বীকার হলো। পূর্বে উল্লেখ করা Superintendent এর ১৭/১১/৬০ ইং তারিখের সম্পূর্ণ বেআইনী ঘোষণা অনুযায়ী লোক গণনার প্রতিবেদনে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' বা 'মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া' নামে ভাষার উল্লেখ হল না। তৎপরিবর্তে উপরোক্ত Superintendent এর ২৪/৭/৬১ ইং তারিখের ছল চাতুরীপূর্ণ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভাষার বিভ্রান্তিকর নামের উল্লেখ হল 'বিষ্ণুপুরিয়া' বলে। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভা এবং নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্সস্ ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমগ্র বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষীক সম্প্রদায় ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭০ সনে ব্যাপক গণতান্ত্রিক গণআন্দোলন করে ১৯৬১ সনের লোক গণনার চক্রান্তকারী প্রতিবেদনের সংশোধনের দাবী জানানো সত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই ১৯৭১ সনের লোক গণনা অনুষ্ঠিত হল। ১৯৭১ সনের লোকগণনার প্রতিবেদনেও যথারীতি ভাষার নাম 'বিষ্ণুপুরীয়া' বলে উল্লেখিত হল। ভাষাভিত্তিক লোকগণনার দুটো পর পর প্রতিবেদনে ভাষার নাম 'বিষ্ণুপুরীয়া' বলে উল্লেখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭৬ সন থেকে মৈতৈদের একটি গোষ্ঠী এই প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে সঙ্গে আরও কিছু হোম মেড তথ্যযুক্তি সন্নিবিষ্ট করে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করলেন 'বিষ্ণুপ্রিয়ারা মণিপুরী না'। এই দাবী জানিয়ে প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে

১৯৭৬ সনের ২রা অক্টোবর তারিখের আসাম মন্ত্রীসভার শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্তকে নজীরবিহীন পন্থা অবলম্বন করে আসামের রাজ্যপালের মাধ্যমে মৈতৈদের একটি গোষ্ঠী যখন বাতিল করাতে সক্ষম হলেন, ঠিক সেই সময়ে এবং তৎপরবর্তীকালেও আসাম সরকার কিন্তু সরকারী নথিপত্রে 'মণিপুরীর' দুই ভাষীক গোষ্ঠী 'মৈতৈ' এবং 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র স্বীকৃতি দিয়েই চলেছেন। মৈতৈদের একটি গোষ্ঠী যখন 'বিষ্ণুপ্রিয়া'রা 'মণিপুরী' না প্রচার চালিয়েই যাচ্ছেন, তখন অন্যদিকে একই মণিপুরী ব্রাহ্মণ এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ উভয় গোষ্ঠীতে গৃহীত হচ্ছে, একই পালা কীর্তন উভয় গোষ্ঠীতে গৃহীত হয়েই চলেছে। মৈতৈদের একটি গোষ্ঠী যখন এইরূপ প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা বিস্মৃত হয়ে গেলেন 'মণিপুরী' নামের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা শ্রী সমরজিৎ সিংহের সম্পাদনায় বিষ্ণুপ্রিয়া বিভাগ এবং ডঃ লাইরেল সিং (ইম্ফল) এর সম্পাদনায় 'মৈতৈ' বিভাগ নিয়ে দ্বৈত ভাষায় দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা আরও বিস্মৃত হলেন পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে ষাটের দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত 'শিলঙ মণিপুরী স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন' নামে একটি সংগঠন সক্রিয় ছিল, যে সংগঠনে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের পদ বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মৈতৈ ভাষীক ছাত্রের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ভাগাভাগি হত।

মৈতৈদের একটি গোষ্ঠী যখন 'বিষ্ণুপ্রিয়ারা মণিপুরী না' প্রচারপর্ব শেষ করে সম্প্রতি রাজপথে নেমে সংগ্রামের নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের পন্থা অবলম্বন করেছেন, ঠিক সেই সময় প্রতিবেশী সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী ইসলামীক রাষ্ট্র বাংলাদেশ মণিপুরীরা দুই ভাষীক গোষ্ঠী 'মৈতৈ' এবং বিষ্ণুপ্রিয়া'তে বিভক্ত নীতিতে অটল অচল থেকে শ্রীহট্ট বেতার এবং দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে মণিপুরী কার্যসূচী পর্যায়ক্রমে মৈতৈ এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় নিরন্তর প্রচার করেই চলেছেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৪ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত 'আজির অসম' পত্রিকার একটি সংবাদ এইরূপ: 'অসম মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের রূপালী জয়ন্তী উদ্‌যাপন, হোজাই, ২৩ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ মণিপুরী

সাহিত্য সংসদ সিলেটর সভাপতি শ্রী এ. কে সেরামে ভাষণ প্রসঙ্গত উল্লেখ করে যে বাংলাদেশে মণিপুরী সকলে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাচেকচৌ আসল মণিপুরী ভাষা বুলি প্রচার আরম্ভ করে।

তেঁও এই বিষয়ত মণিপুরী সাহিত্য পরিষদে হস্তক্ষেপ করি সহায় করিবর বাবে উপস্থিত সাহিত্যিক লিখক সকলৈ আবেদন জানায়।

জঘন্য চক্রান্তের চরম নির্লজ্জতম অধ্যায়।

সেন্সাস কর্তৃপক্ষের চরম বৈষম্যমূলক বেআইনী কার্যকলাপের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভা এবং নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন ব্যাপক গণতান্ত্রিক গণআন্দোলন তীব্রতর করে তোলার পরিণতি হিসাবে ভারতের মহাপঞ্জীয়ক The Registrar General of India, Ministri of Home Affairs, Govt of India 1980 সনের ২২শে আগষ্ট তারিখে ৯/২৭/৭৮ CDCCEN পত্রযোগে জানালেন For the 1981 census, our code structure provides for Bishnupuriya Manipuri as a seperate mother tongue. Al those persons who will return Bishnupriya Manipuri as their mother tongue will be recorded as such' বিদেশী বিতারনের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আসামে ১৯৮১ সনের ভারতের লোকগননা অনুষ্ঠিত হল না। আসামের পরেই দ্বিতীয় বৃহৎ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্য ত্রিপুরায় ১৯৮১ সনের ভারতের লোকগননা যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হল। ১৯৮৭ সনে এই লোকগননার ভাষা ভিত্তিক সর্বভারতীয় প্রতিবেদন Census of India -1981, Series -1, India, Paper-1 of 1987, Households and Household Population By language Mainly spoken in the Household by p. Padmanabha of Indian Administrative Service, Registrar General Census Commissioner, India এর প্রাসঙ্গিক স্থানে একটি ফুট নোট এর মাধ্যমে বলা হয়েছে Pending decision on nomenclature, figures in regard to those who returned Bishnupriya/Bishnupriya Manipuri (page -504, Note IV)

ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক প্রতিবেদন Census of India 1981, Series-21, Tripura, Paper-I of 1987, Households and Household population by Language Mainly spoken in The Household" by S. R. Chakraborty of the Indian Administrative Service, Director of Census Operations, Tripura.-এর পৃষ্ঠা ৫২ তে নোট-২ দিয়ে উপরোক্ত একই মন্তব্য পেশ করা হয়েছে। সুদীর্ঘ ২০ বছর (১৯৬০-৮০) বিভিন্ন পর্যায়ে বিতর্ক হওয়ার পর ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ধীর-স্থির ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করার পরই ভারতের মহাপঞ্জীয়ক উপরোক্ত ১৯৮০ সনের ২৫শে আগষ্ট তারিখের ঘোষণাটি করেছিলেন। এই ঘোষণার পর পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে কে বা কারা পুনরায় বিতর্ক সৃষ্টি করে পূর্বের সিদ্ধান্তকে বাতিল করিয়ে 'পেণ্ডিং ডিসিশন' অবস্থার সৃষ্টি করলেন? বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষীক সম্প্রদায়ের অজ্ঞাতসারে (behind the back of) এই বিতর্ককে পুণরায় গ্রহণ করে ভারতের মহাপঞ্জীয়ক 'স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে' (In the intrest of natural. justice) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষীক গোষ্ঠির পক্ষে নিজস্ব অভিমত প্রকাশের কোন সুযোগ দেন নি কেন? ভারতের মহাপঞ্জীয়কের এই মহান কার্য' ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় সুস্থ-চিন্তাশীল নাগরিকগণ বিচার করবেন।

হাইকোর্টে মামলা

ভারতের লোকগণনা কর্তৃপক্ষের এহেন বে-আইনী চক্রান্তকারী কার্য্যের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ১৯৯১ সনের ভারতের লোক গণনাতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষীক গোষ্ঠীর আইন সম্মত অধিকার সুরক্ষিত করা'র প্রার্থনা জানিয়ে (এই প্রবন্ধকার) গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সিভিল রুল নং ২২৫৬ অব ১৯৯০ মামলা দায়ের করেন। এই মামলার বিষয়ে মৈতৈদের একটি চক্র অতিশয় নিম্নমানের অপপ্রচার নিরন্তর ভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই

মামলার বিষয়ে মহামান্য গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় প্রদত্ত সমস্ত আদেশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা অতিশয় সমীচিন হবে। আদেশ ১০/১২/৯০ : Heard Mr. B. Sinha, the petitioner in person. Let the records be called for. Let a Rule issue calling upon the respondents to show cause as way a writ should not be issued, as prayed for ; or why such further or other orders should not be passed as to this court may seem fit and proper. "স্বাঃ এ. রঘুবীর, মুখ্য ন্যায়াধীশ, জে. এম. শ্রীবাস্তব ন্যায়াধীশ"। আদেশ ২৩/১/৯১ : Heard Mr. B. Sinha, the petitioner in person. Mr. P. Prasad, learned Sr Govt Advocate, Assam, and SK. chand Mohammad, learned Sr. Central Govt. Standing Counsel for the Respondents. Post it for orders on February. 6, 1991.

The learned Sr. Central Govt. Standing Counsel says that by that date he will file the counter. আদেশ ৬/২/৯১ : Heard the learned counsel Mr. M. Singh and Dr. N. K. Singh The Manipuri language Protection Committee and the Manipuri Sahitya Parishad are made intervenors in this case. Heard Mr. Bhimsen Sinha, the Petitioner in person, and the learned counsel for the intervenors, and Mr SK. Chand Mohammad, learned Central Govt. Standing Counsel on the interim prayar. We find no justification to stay census operation of 1991 in the state of Assam and Tripura. Accordingly the stay prayer is rejected.

Considering the petitioner's submission that ear-

lier in 1981 the returns had been field and also Annexture. IA and IB with the petition, we direct that petitioner's shall be at liberty to submit their returns during ensuing census operation to the app ropriate authorities/enumerators as they consider proper. The relief sought for, if neccessary, shall be considered in due course

The intervonors may file affitavit-in-opposition The petitioner shall furnish copies of the petition to the learned counsel for the intervenors. স্যার এস. হর, ন্যায়াধীশ, জে, এম, শ্রীবাস্তব, ন্যায়াধীশ'।

আবেদনকারীর শতকরা ১০০ ভাগ পক্ষে এই আদেশ দেন গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় এবং ইনটারভেনরস্-দের বক্তব্য শোনার পর। প্রতিকার তথা প্রতিবিধান প্রার্থনা করেছিলো এই আবেদন। তাহলে 'The relief sought for, if necessary, বাক্যটির অর্থ কি? ২৩/১/৯১ তারিখের আদেশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পাঠক বর্গ নিশ্চয় দেখতে পাবেন ঐ আদেশে উল্লেখ আছে- 'The learned Sr. Central Govt, Standing Counsel says that by this late he will file the counter.'' তাহলে ৬/২/৯১ তারিখে কেন্দ্র সরকারের এস. আর. স্টেন্ডিং কাউন্সিল কোর্টে কি কাউন্টার দিয়েছিলেন? তিনি আদালতকে সেন্সাস কর্তৃপক্ষের এক লিখিত বক্তব্য পাঠ করে বললেন-'১৯৯১ সনের লোক গণনায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' নামের পৃথক 'কোড ষ্ট্রাকচার' থাকবে'। যে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে মামলা, সেই কেন্দ্র সরকারই যখন লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আবেদন-কারীর প্রার্থনার পক্ষে। তখন আদালতের সামনে বিচারের জন্য থাকলোটা কি? সেজন্য আদালত বলেছেন- The relief Sought for, if necessary, shall be considered in due course.' অর্থাৎ ১৯৯১ সনের লোক গণনার ভাষাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ

হওয়ার পর আবেদনকারীর প্রার্থনা যদি প্রতিবেদন পূরণ না করে, অথবা কেন্দ্র সরকার আদালতকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন, তাহলে আদালত উপযুক্ত সময়ে এর বিচার করবেন।

তারপর ১৯৯২ সনের জুন মাসের ২রা তারিখে আদালত আদেশ দিলেন: 'Speps not taken. No representation. The petition is therefore dismissed: স্বাঃ, ইউ, এল, ভাট, মুখ্য ন্যায়াধীশ, ভি, এন, বরুয়া, ন্যায়ধীশ,। (আবেদনকারী একজন সর্বক্ষণের সমাজসেবী। পেশায় আইনজীবি হলেও আইনের ব্যবসায়ে অমনযোগী।) আবেদনকারীর মনে ৬/২/৯১ ইং তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, ১৯৯৬/৯৭ সনে ভাষা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর আদালতে মামলাটি পুণরায় উত্থাপিত হবে। সুতরাং ধীরে -সুস্থে এক সময়ে 'স্টেপ' নেওয়া যাবে। কিন্তু আদালত যে এত দ্রুত গতিতে মামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতির প্রতি নজর রাখবেন, ইহা ধারণা করা যায় নাই। সুতরাং এই 'ডিস্‌মিস্‌' নিয়মগত কারণে, বিষয়বস্তুগত বিবেচনায় নয়। যাঁরা আইন/আদালত সম্বন্ধে সামান্যতম ওয়াকিবহাল, তাঁরা জানেন যে আইনের ভাষায় এই ঘটনাকে 'ডিস্‌মিস্‌ ফর ডিফল্ট' বলে। এই রকম ঘটনা হামেশাই সংঘটিত হয়ে থাকে। আবেদন জানালে আদালত পুনরায় মামলা বাহাল করেন প্রায় ক্ষেত্রেই। এমনকি ২/৩ বছর পরেও। এই মামলার ক্ষেত্রেও (আবেদনকারী) আগামীকাল আবেদন করে যদি মামলা পুনর্বাহাল করাতে পারেন, তাহলে যাঁরা অপপ্রচারে তথা বিকৃত ব্যাখ্যায় মগ্ন হয়েছে, তাঁরা কি বলবেন- 'মামলায় আবেদনকারীর জয় হল' বলে ?. এই মামলাকে অর্থাৎ সিভিল রুল নং ২২৫৬/১৯০ কে পুনর্বহাল না করেও লোকগণনার ভাষাভিত্তিক প্রতি-বেদন যখন প্রকাশিত হবে, তখন (আবেদনকারী) এই মামলার উল্লেখ করে পুনর 'রিট আবেদন' করতে পারবেন। সুতরাং এহেন নিকৃষ্ট মানের অপপ্রচার সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

জঘন্য. নির্লজ্জ চক্রান্তের চূড়ান্ত পর্ব তথাকথিত নামের পুনর্বির্তর্কের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষীক জনসংখ্যাকে প্রতিবেদন থেকে বাদ দেয়ার জঘন্য অপরাধ না হয় ক্ষমা করা গেল ; কিন্তু অতঃপর সেন্সাস কর্তৃপক্ষ যে মিথ্যাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করলেন, কোন সভ্য শিক্ষিত নাগরিক কি সেটাকে ক্ষমা করতে পারবেন ? ১৯৮১ সনের লোকগননায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষীক জনসংখ্যাটি জানতে চেয়ে নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভাদ্বারা প্রেরিত চিঠির জবাবে বি.পি. মহাপাত্র, ডেপুটি রেজিষ্টার জেনারেল (ল্যাঙ্গুয়েজ) F 12016/2/79/ 1981 তাং ৫ই মার্চ, ১৯৯১. কলিকাতা পত্রযোগে জানালেন It is stated that according to 1981 census the tigures of BISHNUPURIYA/BISHNUPRIYA MANIPURI speaking population in India have been shown beloww as per census of India, series-1, India. Paper-I of 1987-Households and Household population by language Mainly spoken in the household : BISHNUPURIYA/BISHNUPRIYA-MANIPURI Speakers : India -16,859 States /Uts.-Jammu & Kashmir-3, Manipur-6, Maghalaya-27, Nagaland-26, Tripura-16, 786 Chandigarh-6 Mizoram-5 Please note that no census was taken in Assam in 1981 due to disturbed condition. এই পত্র যোগে তিনটি গভীর ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। ১) ১৯৮০ সনের ২২শে আগষ্ট তারিখের ভারতের মহাপঞ্জীয়কের (পূর্বোল্লোখিত) ঘোষণা অনুযায়ী ভাষার নাম 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী'। তাহলে এই 'বিষ্ণুপুরীয়া' /বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' নাম এল কোথা থেকে ? ২) বিকৃত জনসংখ্যার প্রকাশ। উদাহরণ স্বরূপে মেঘালয়ে এই ভাষীক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা কম পক্ষেও সহস্রাধিক। ৩৷ ভারতের তথা ত্রিপুরার প্রতিবেদনে, অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত গ্রন্থে Foot note দিয়ে কি বলা হয়েছে, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'এই গ্রন্থে এরূপ কোন জনসংখ্যা আদৌ পরি-

বেশিত হয় নি। এতবড় তাহা মিথ্যাবাজীর জন্য 'সেন্সাস কর্তৃপক্ষ ধিক্কারের পাত্র। ১৯৯১ সনের ৮ই মার্চ তারিখের (অর্থাৎ উপরোক্ত চিঠি প্রেরনের ৩ দিন পরে) No. 9/991-CD পত্রযোগে ডেপুটি ডাইরেক্টর অব সেন্সাস অপারেশনস্, নতুন দিল্লী, জানালেন It is in formed that a separate code was given to Bishnu-priya Manipuri Language in 1981 census. Similarly in 1991 census also separate code has been given to Bishnupriya Manipuri language. It is further stated that Bishnupriya Manipuri was merged with Bishnu-priya at the time of publication. There-fore only data of Bishnupriya speaking persons will be availa-ble which will include data of Bishnupriya Manipuri speaking persons also রামের পরীক্ষার ফল শ্যামের পরীক্ষার ফলের মধ্যে কি করে দেখানো যায়? একমাত্র প্রচুর পরিমাণে আফিম সেবনকারী এরূপ করতে পারবেন। কোন ভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া? কোন্ ভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী? কি করে একটি ভাষার সংখ্যা অন্য ভাষার সংখ্যার সঙ্গে Merge করা যায়? 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' নামটির জন্যই এত লড়াই। ভারতের মহাপঞ্জীয়ক ১৯৮০ সনের ২২শে আগষ্ট তারিখের ঘোষনায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' নামটির কথায় বলেছেন। তাহলে তথাকথিত বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাটিকে at the time of publcation বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতে কেন Merge করা হল না? 'বিষ্ণুপ্রিয়া' সংখ্যাটি বা কোথায় আছে?

মিথ্যার বেসাতিপূর্ণ এই নাটকের অবশেষে যবনিকা নেমে এল এ, কে, বিশ্বাস, ডেপুটি ডাইরেক্টর এর ১৯৯১ সনের ২০শে মার্চ তারিখের নতুনদিল্লী থেকে লেখা পত্রে-Iam direoted to refer to your letter dated 20-2-91 on the subject cited above and to say that the number of speakers of Bishnupriya Manipuri for the 1981 census is not available. হে পাঠক

বৃন্দ, আপনারাই বিচার করুন, ভারতের মহাপণ্ডীয়ক ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ। যে গণতান্ত্রিক দেশের গৃহ মন্ত্রনালয় নিজ দেশের এক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এরকম একটি 'ক্রিমিনাল কন্সপিরেসি' করতে পারে, সেই দেশের নাগরিকের জীবন মান অধিকারের কি নিরাপত্তা আছে। এই রকম একটি ক্রিমিনাল কন্সপিরেসিকে নিজের সুবিধার্থে কাজে লাগিয়ে দেশের যে নাগরিক গোষ্ঠী 'ক্রিমিনাল কন্স-পিরেসির বলে অপর একটি নাগরিক গোষ্ঠীকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে উঠেপড়ে লেগেছেন, তাঁদের বিচার পাঠকবর্গই করুন। সেন্সাসের প্রতিবেদনে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' বলে যদি উল্লেখ থাকতো, তাহলে মৈতৈরা কি করতেন ?

'বায়োলোজিকাল মিরাকল' প্রবন্ধের এই পর্ব শেষ করার আগে একটি আমোদজনক তথ্যের পরিবেশন না করলে এই প্রবন্ধের শ্রীহানি হবে। অধ্যায়টির নাম 'বায়োলোজিকাল মিরাকল অব দি হিউম্যান-কাইণ্ড'। অর্থাৎ পৃথিবীর মানবজীব বিজ্ঞানের বিস্ময়। জাতিস্বত্ত্বার পরিচয় মণিপুরীর প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়াদের আবেগিক অনুভূতি আন্তরিক ভাবে জড়িত। যেহেতু প্রিয়ারসনের এল এস আইতে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' নামের স্বীকৃতি আছে, সেইহেতু লড়াই করে এই নামকে নীতি অনুসারে বহাল রাখা যাবে এই আশায় পূর্বে উল্লেখিত আসামের Superintendent of census এর ১৯৬০ সনের ১৭ই নভেম্বর তারিখের কালা ঘোষনাকে প্রত্যাখ্যান করে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা ১৯৬১ সনের লোকগননায় গননাকারীর কাছে return দিলেন ভাষার নাম 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' বলে। কিন্তু ঐ কালা ঘোষনার কল্যাণে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানটি এক আমোদজনক অবস্থার সৃষ্টি করল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা আসামের বরাক উপত্যকার ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকা। তৎকালীন প্রায় ২২,০০০ জন সংখ্যার বিপরীতে ১৯৬১ সনে দেখানো হলো ১ জন মাত্র মহিলা। আন্দোলনের ফলে ১৯৭১ সনে দেখানো হলো ১০,১৬৪ জন। অর্থাৎ ১ জন মাত্র মহিলা (পুরুষ ব্যক্তি

রেকে। জন্ম দিলেন ১০ বছরে ১০,১৬৩ জন। তৎকালীন প্রায় ২০,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬১ সালে দেখানো হলো মাত্র ১৩ জন পুরুষ। আন্দোলনের ফলে ১৯৭১ সনে দেখানো হলো ৯৮৮৪ জন। অর্থাৎ মাত্র ১২ জন পুরুষ (মহিলা ব্যতিরেকে) দশ বছরে জন্ম দিলেন ৯.৮৭১ জন। সেন্সাসের প্রসূতি সদনে পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দেয়। পূর্বে উল্লেখ করা একটি পত্রে পেছনের সংখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে ১৯৮১ সনে ত্রিপুরা রাজ্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জনসংখ্যা ১৬,৭৮৬ তাহলে ১৯৭১ সন থেকে ১৯৮১ সনে এই বৃদ্ধির হার শতকরা ১৬১,৭৭। বিস্ময়কর ! তৎকালে বরাক উপত্যকার প্রায় ৬৬,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে ১৯৬১ সনে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জনসংখ্যা দেখানো হলো ১৫,১৫৫ জন। ১৯৭১ সনে দেখানো হলো ৩৩,৪৪০ জন। অর্থাৎ ১৯৬১-৭১ দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২২০,৬৫ জন। বিস্ময়কর ! পরিসংখ্যানের আমোদজনক অন্যদিকটিকেও পাঠক বর্গের সামনে তুলে ধরার প্রলোভন সামলানো অতি দুরূহ কাজ। তথাকথিত 'মৈতৈ/মণিপুরী' ভাষীক জনসংখ্যা ১৯৬১ সনে দেখানো হলো আসামে ৮৯,০৫৩ জন। ১৯৭১ সনে এই সংখ্যা আসামে ৮৭,২৭৯ জন। অর্থাৎ সারা পৃথিবী তথা ভারতবর্ষে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি জ্বলন্ত সমস্যা, তখন আসামে মৈতৈ/মণিপুরী জনসংখ্যা ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ দশ বছরে শতকরা ২,৭ জন হারে হ্রাস পেয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৭১ সনে মৈতৈ/মণিপুরী জনসংখ্যা ২১,৬০৭ জন। ১৯৭১-১৯৮১ দশ বছরে ত্রিপুরার গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যার বৃদ্ধি পেয়ে হওয়া উচিত ছিল ২৬,১২১ জন। কিন্তু ১৯৮১ সনের প্রতিবেদনে ত্রিপুরা রাজ্যে মৈতৈ/মণিপুরী জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৭৪৭৫ জন। অর্থাৎ ১৯৭১-৮১ দশ বছরে এই জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা হ্রাসের শতকরা হার ৮.৮৭ জন। এই পরিসংখ্যান সমূহ সত্যিই বিস্ময়কর।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী
ইতিহাস বিকৃত করার মৈতৈ প্রচেষ্টা।

ভারত সরকার গৃহীত স্যার গ্রিয়ারসনের 'ভাষা সূচী' (Language Index) অনুযায়ী 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষা 'Indo-Aryan Family'-র অন্তর্গত 'Eastern Group' ভুক্ত এবং 'মৈতৈ' ভাষা 'Tibeto-Burman' শ্রেণীর 'Kuki-Chin' শাখা ভুক্ত। সুতরাং ভাষার এবং দৈহিক গঠন আকৃতির বিবেচনায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা ভারতীয় আর্য (Indo Aryan) এবং মৈতৈরা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত। ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই তথ্য বিনা-বিতর্কে স্বীকৃত। Dr. M. kirti Singh রচিত ,Religious Developments In Manipur In The 18th & 19th Centuries' গ্রন্থের ১৭নং পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে—"The Mongolian feature is pre dominant in Manipur. It is also certain that there has been a large infusion of the Aryans among them There are some predominantly of Aryan. এই 'Aryan'-রাই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। Dr R Brown সংকলিত Imperial Gazetteer of India 1918 -এর vol xvii এ ২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—"Although the g neral facial characteristics of the Manipuris are of the Mongo ian type there is great diversity of feature among them, some of them showing a regularity approaching the Aryan type" এই মঙ্গোলীয়ান আকৃতি মৈতৈদের এবং আর্য আকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের। Captain E. W Dun এর সংকলিত "Gazetteer of Manipur" এর ১৫ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে—"The e can be no reasonable dubt that a Great Aryan wave of very pure blood passed through Manipur into Burma in Pre-historic times. I see traces of this in the finely cut features seen now and then among the Manipuris". এই 'finely cut features' এর মানুষরা হচ্ছে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী'। E. T. Dalton রচিত "Descriptive Ethnology

of Bengal" গ্রন্থের ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—"Present population of Manipur includes a tribe called "Meyang" who speaks a language of Sanskrit derivation". এই 'মেয়াঙ'রা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী যাদের ভাষা সংস্কৃত জাত। মণিপুরে প্রবেশ করে তৎকালে 'মৈতৈ'রা 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী'দের 'মেয়াঙ' বলত। বর্তমানে মণিপুরে এই 'মেয়াঙ' শব্দ সব ভারতীয় আর্য তথা অন্য মৈতৈ ভারতীয়দের (tribal দের বাদে) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। তৎকালে মণিপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের বাইরে ভারতীয় আর্য প্রায় ছিলই না বলেই, কেবলমাত্র বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই 'মেয়াঙ' নামটি ১৮৯১ সালে স্যার গ্রিয়ারসন ভাষার নামের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। Colonel Girini তাঁর 'টোলেমীর ভূবিদ্যা'র গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ থেকেই মণিপুর 'ব্রাহ্মণীয় শাসন'-এর অধীন ছিল। Sir. A. P. Phayre তাঁর গবেষণায় মন্তব্য করেছেন—"Ancient Kshatriya Dynasty was over thrown by the invadors from the East." এই পূর্ব দিক থেকে আগরতলা হল মৈতৈ। 'ব্রাহ্মণ', 'ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি আর্য সমাজের বর্ণ শ্রেণী। সবশেষে উদ্ধৃতিটি দেয়া যাক কবি গুনেন্দ্র কর্তৃক বাংলা পদ্যে রূপান্তরিত শ্রী এল মনি সিং এবং শ্রী এল, মঙ্গী সিং সংকলিত 'মৈতৈ পূরান' (বিজয় পাঁচালী)-এর কয়েকটি পংক্তি

"ওঁ কারাদি উচ্চারণ পূর্ব্ব হইতে হয়।
কালক্রমে সংস্কৃতের ভাষার ব্যত্যয়।।
এই হেতু মণিপুর আর্যজাতি কয়।
যে হেতু শাস্ত্ররীতি কর্ম্মাদি করয়।।"

অন্যদিকে মৈতৈরা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে মণিপুরে আগত মঙ্গোলীয় জাতি—এর সমর্থনে কয়েকটি তথ্যের উদ্ধৃতি দেয়া যাক্। শ্রী ওয়াই, নীলকান্ত সিং-এর "The Grandeur that is Manipur" গ্রন্থের ৩৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—"The Origin of the Manipuris who call themselves Meitheis is still shrouded

in mystry. A deeply mixed ethnic group the Manipuris are generally supposed to have their descent from the Tibeto-Chinese Stock and they also indicate much cultural affinity with the people of Thailand and Indonesia." শ্রীরাজ মোহন নাথ লিখিত "The Backgroun of Assamese Culture" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ৮৬ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে—"The Meithis were the later immigrants. They were more akin to the chinese or the Thais and their language and habits are more Mongolian."

"ঐতিহাসিক তথ্যের ধ্বংস সাধন ও বিকৃতিকরণ"

ঐতিহাসিক তথ্যের ধ্বংস সাধন এবং বিকৃত করণ মৈতৈ রাজন্যবর্গের এবং অধিকাংশ মৈতৈ পণ্ডিতদের এক অপরিহার্য কর্তব্য স্বরূপ ছিল। এই বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকলে মণিপুরের ইতিহাস জ্ঞান ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হওয়া অনিবার্য। ঐতিহাসিক তথ্যের এইরূপ ধ্বংস সাধন এবং বিকৃত করণের উদ্দেশ্য বহুমুখী। ১) উপরে আলোচিত আর্য এবং মঙ্গোলীয় সংক্রান্ত বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে "এই মণিপুরই যদি মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা-বভ্রু বাহনের মণিপুর হয়, তাহলে এই মণিপুর একটি প্রাচীন আর্য-উপনিবেশ বলে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে আর্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরাই মণিপুরের প্রাচীন ঔপনিবেশিক তথা অধিবাসী বলে সহজেই প্রমানিত হয়।" সুতরাং একটি মৈতৈ গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা হল 'এই মণিপুর মহাভারতের মণিপুর নয়' প্রতিপন্ন করা। ২) আর একটি মৈতৈ গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা হল—মৈতৈরা হিন্দু ক্ষত্রিয় এবং মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা বভ্রুবাহনের বংশধর বলে প্রতিপন্ন করা। ফলে মৈতৈরাই মণিপুরের প্রাচীন অধিবাসী তথা শাসক জাতি। ৩) আর একটি গোষ্ঠীর, সম্ভবতঃ সব গোষ্ঠীরই সম্মিলিত প্রচেষ্টা হচ্ছে আর্য মণিপুরের প্রাচীন শাসক গোষ্ঠী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদেরকে মণিপুরের ইতিহাস থেকে নাম গন্ধ মুছে ফেলে মৈতৈদের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করা।

সংবাদপত্রের স্বল্প পরিসরে এই মণিপুর 'মহাভারতের মণিপুর' কিনা আলোচনা সম্ভবপর না। তথাপি অন্যান্য আভাষ মাত্রকে সম্বল করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস করা হবে। এক্ষণে ঐতিহাসিক তথ্যের ধ্বংস সাধন ও বিকৃতকরণের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। Dr. M. Kirti Singh মন্তব্য করেছেন— "At the instance of Santidas Gosai ... Manipur has thus been deprived of many valuable religious and historical books though Garib Nawaz's fanaticism" ইহা সর্বজন বিদিত যে, ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রামাণ্ডী ধর্ম প্রচারক শান্তিদাস গোঁসাই মণিপুরে প্রবেশ করেন এবং তৎকালীন মণিপুরের সার্বভৌম রাজা গরীব নওয়াজকে রামাণ্ডী ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই প্রসঙ্গে 'গরীব নওয়াজ' সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন। কেননা, এই গরীব নওয়াজই মণিপুরে মৈতৈ রাজত্বের পত্তন করেন (১৭৪১ খৃঃ)। এই রাজার প্রকৃত নাম 'পামহৈবা' (পাম-জুম কৃষি, হৈবা-দক্ষ)। তাঁর রাজ প্রসাদের মধ্যে নাগাগৃহের অনুরূপ 'সাঙ্গাই পুন্সিবা' গৃহ নির্মাণ, অভিষেক কালে (ফান-বান কাবা) নাগা পোষাক ধারণ,—এই সমস্তই গরীব নওয়াজের নাগাত্বের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে। 'গর্বিন নওয়া' (গগিন নাগা ছেলে) নাম হইতে 'গরীব নওয়াজ' নামের উৎপত্তি হয়েছে। 'চন্দ্রদ্বয় তরু' গ্রন্থ প্রনেতা পাওনা পণ্ডিত 'গরীব নওয়াজ'কে 'গর্ব্বীন' নামে অভিহিত করেছেন। গরীব নওয়াজের সমসাময়িক মৈতৈ ভাষায় লিখিত 'নিং-থৌরণ শিংকবা' গ্রন্থে গরীব নওয়াজের নাগাত্ব সম্পর্কীয় বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। নিজের নাগাত্ব মুছে ফেলার জন্য গরীব নওয়াজ তাঁর পূর্ববর্তী পুরানাদির যাবতীয় নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন আদি ধ্বংস করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি নতুন করে ইতিহাস প্রনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক রদ বদল করিয়েছিলেন।

"Assam Census Report (1891," এর ১৫৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে "As already stated the Schedule of Manipuri Census were destroyed during the late rising and

thus much valuable informations regarding the Manipuris and other tribes of the state has been lost." শ্রী পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'Gaits History of Assam (1908)' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন— "It is clear that the account of this period (from 30 A.D. to 1714 A. D) is merely legendary. It must have been compiled at a comparatively recent time by the state chronicters on no better basis than their own imaginatiens and fugitive memory of an illiterate people."

মৈতৈ রাজবংশীয়দের যে বাৎসরিক দিনপঞ্জী 'চৈথারোল কুম্বাবা' (Meitei chronice) আছে, এর সত্যনিষ্ঠতা সম্বন্ধে ই, এ, গেইট প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী রাজবংশ সমূহের অনেক রাজার নাম এবং অন্যান্য বহু কল্পিত নাম মৈতৈ রাজবংশের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে উক্ত রাজবংশের তালিকাটিকে যথাসম্ভব দীর্ঘায়িত করা হয়েছে, এবং মৈতৈ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকাল সুকৌশলে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজা কিয়াংবা (১৫শ শতাব্দী) উক্ত দিনপঞ্জী রচনা করিয়েছিলেন বলে উল্লেখ থাকায় রাজা কিয়াংবার পূর্ববর্তী রাজন্যদের বিবরণের সত্যতা সন্দেহ জনক। পূর্ববর্তী রাজন্যদের বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উক্ত সন্দেহের যাথার্থতা প্রমাণিত করে। রাজা কিয়াংবা ক্ষমুল বংশীয় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী রাজা; সুতরাং তৎকর্তৃক মৈতৈ বংশীয় রাজন্যদের দিনপঞ্জী প্রতিষ্ঠা করার কথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং অযুক্তিকর। উক্ত দিনপঞ্জীতে দেখা যায় যে, কোন ঘটনা সবেমাত্র ঘটিতেছে, কিন্তু ঘটনার ফলাফল ঘটনাটি শেষ হওয়ার আগেই ঘোষিত হয়েছে! এরূপ তথ্যও পাওয়া যায় যে, রাজার ছেলের সবেমাত্র জন্ম হয়েছে, ছেলেটি রাজা হওয়ার অনেক বছর বাকী আছে। কিন্তু জন্মকালেই ছেলেটিকে রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুত্রদের একে একে রাজা হওয়ার নিয়ম গরীব নওয়াজ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে

প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু এই দিনপঞ্জীতে গরীব নওয়াজের বহু পূর্ব্বেই এই প্রথা প্রচলিত হতে দেখা যায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে একে একে রাজপদে অধিষ্ঠিত করার পর সরশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজে রাজা হওয়ার মত প্রথাও এই দিনপঞ্জীতে দেখা যায়। এই সমস্ত তথ্য থেকে বুঝা কঠিন নয় যে. এই দিনপঞ্জী বহু পরবর্ত্তীকালে রচিত এবং, সেজন্যই অসংখ্য গোজামিলে পরিপূর্ণ। প্রকৃত পক্ষে এই দিনপঞ্জী 'চৈথারেল কুম্বাবা' ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন মণিপুর রাজ ভাগ্যচন্দ্রের খুল্লতাত 'অনন্ত সহি'র তত্ত্বাবধানে সংকলিত।

'চৈথারেল কুম্বাব'-র বিষয়ে মৈতৈ ঐতিহাসিক শ্রী ভরু, য়ুমজাউ সিং 'Report of the Archealogical Studies in Manipur'-এর Bulletin No. 1 (1935)-এ মন্তব্য করেছেন—"But there is also defect—when it is said that in 1780 A. D., by order of Joy Singh, this book was rewritten as the former copy was no more available there....it is not a matter of joke to recollect things of daily occurances of remote times with their dates. Many of them, I think, had to be based on hearsay; and thus we have to think seriously before we take everything written in this book for granted. Another defect of this book is its having been under the strict supervision of the authorities." চৈথারেল কুম্বাবা যদি সত্যেই সুদূর প্রাচীন কাল হতেই লিপিবদ্ধ হয়ে আসত, তাহলে মৈতৈ ঐতিহাসিকদের মধ্যে রাজন্যবর্গের নাম-ধাম, তালিকা. ঘটনাবলী এবং মৈতৈদের আগমণ ইত্যাদি বিষয়ে এত মত-পার্থক্য থাকত না।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও লোই রাজাদের নির্দেশনাদি আবিস্কৃত হলে দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মৈতৈ রাজ বংশের তথাকথিত গৌরবের

তন্তুঃসার শূন্যতা প্রমাণিত হওয়ার আকাঙ্খায় মণিপুরে প্রত্নতাত্বিক খনন-কার্য সহজে করতে দেয়া হত না। এই সম্বন্ধে শ্রী ডব্লু, য়ুম্জাউ সিং আরও বলেছেন— "Moreover, the Maharajas were very cantions before granting any permission to took for such undetground antiquarian things and to underneath them. It has been a genoral belief that such an act would shorten their longivity or reign" মাটীতে প্রোথিত করে বা অন্য উপায়ে আধুনিক পুঁথি বা নিদর্শনাদিকে বহু প্রাচীনকালের বলে প্রতিষ্ঠা করার মৈতৈদের হাস্যকর তথা বিস্ময়কর প্রচেষ্টা বর্তমানে সর্বজন বিদিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খৃষ্টীয় অষ্টম দশকের রাজা খংতেকচার তথাকথিত তাম্র ফলকের বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রাজা খাংতেকচার স্বাক্ষরবিহীন এই ফলকের দ্বারা কোন কোন মৈতৈ ঐতিহাসিক প্রমাণ করতে চান যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মণিপুরে মৈতৈ ভাষা প্রচলিত ছিল এবং মৈতৈরা সে সময়ে হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করত। বলা হাহুল্য উক্ত ফলকটি নকল এবং উহা খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ করা। উক্ত ফলকে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে যে, ফলকটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ভাগ্যবান কর্তৃক আবিষ্কৃত হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ফলকটি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে লিপিবদ্ধ হয়ে মাটীতে প্রোথিত করার পর সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির দ্বারাই এটিকে তথাকথিত উদ্ধার করা হয়। এই বিষয়ে ডব্লু, য়ুম্জাউ সিং মন্তব্য করেছেন— "The manuscript referred to above professes to have been of the time of king Khong-tekcha of eightth century A.D., but, from the shape of letters used as well as its language, it can not in spite of the fact that in it there is a passage to show that the book was burried underground by that king to be taken out by fortunate persons afterwords, positively be asserted that the plates

are not much older than a century"

মহারাজ স্থরচন্দ্র সিং-এর আমলে (১৮৮৬-১৮৯০) অধিগৃহীত বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী রাজা মৈরাউ এর দূর্গ (কাউলা) এর ভূমিতলে খননকার্য চালানো হয়েছিল। এই খননকার্য মাত্র রাতের বেলাতেই হত। এই খননকার্যের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী রাজা মৈরাউকে করতলগত করে রাখা এবং প্রচলিত বিশ্বাস মতে, যে অন্তহীন সমৃদ্ধি মৈরাউ রাজের বর্তমান, সেই সমৃদ্ধি ইম্ফলের 'মৈতৈ' রাজার পক্ষে আনয়ন করা। আলোচনার এই পর্ব শেষ করার আগে আরও কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করে প্রমাণ করা যাক, মৈতৈরা কৃত্রিমভাবে যশ-গৌরব অর্জন করার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মৈতৈ ভাষা বর্তমানে বাংলা লিপিতে প্রচলিত। এই ভাষার একটি নিজস্ব লিপি আছে। এই লিপিকে পুনপ্রর্বর্তনের দাবী বর্তমানে মৈতৈদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দাবী। এই বিষয়ে মণিপুর সরকার একটি কমিটিও গঠন করে দিয়েছেন। কিন্তু, তথাপি বিষয়টি বর্তমানে ন্যায়ালয়ে বিচারাধীন। বিতর্কটি হচ্ছে কতটি অক্ষরকে নিয়ে এই লিপি গৃহীত হবে। অক্ষর (letter)-এর সংখ্যার বিষয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক বিদ্যমান। কোন কোন মৈতৈ রাজা নাকি নিজেকে মহান এবং স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে এক একটি অক্ষর সৃষ্টি করে সেই অক্ষরটির সঙ্গে নিজের নামকে জুড়ে দিয়েছেন। ফলে অক্ষরে সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্ন মতের বর্তমান পার্থক্য। গুয়াহাটী থেকে প্রকাশিত "The Sentince" পত্রিকার ১৯৯২ সনের ৩০শে জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত ইম্ফল প্রতিনিধির দ্বারা প্রেরিত একটি সংবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ: "Manipuri tangle on": "......... Each king saw to it that his own seripts were seightly different than those of his predecessers with the result some different sets are in existence. However the Manipur Government adopted a particular

set after consulting all scholars and other interested parties. But then the Government action can not be said to be final since a count case against the decision is pending.'' এই তথ্যের মাধ্যমে সহজেই অনুমান করা যায় যে, নিজেকে স্মরণীয় বা গৌরবান্বিত করার জন্য "মৈতৈ" রাজারা 'তাজমহল', 'কুতুবমিনার' সৃষ্টির পরিবর্তে, ইতিহাস বিকৃতিকরণের দ্বারা নিজ স্বার্থের পরিপূরক ইতিহাস রচনা করার না জানি কত কি প্রচেষ্টা করেছিলেন।

অন্য কয়েকটি তথ্য সম্বন্ধে পাঠকবর্গ ওয়াকিবহাল হলে আমোদ লাভ করবেন বলে বিশ্বাস হয়। (১) ৺অচ্যুতচরন চৌধুরী তথ্যনিধি প্রণীত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত"—এ পামহৈবার পূর্বে ৩৬ জন মৈতৈ রাজা রাজত্ব করেছিলেন বলে বর্ণনা আছে। মহারাজ গম্ভীর সিং-এর সময় উক্ত ৩৬ জন রাজার সংস্কৃত শ্লোকাবদ্ধ নাম লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী যুগে উক্ত ৩৬ জন রাজার তালিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ৪৭ জনে পৌঁছায়। ইংরেজদের নিকট এই তালিকা সরবরাহ করা হয়েছিল ত্রিপুরার রাজমালায়ও এই ৪৭ জন মৈতৈ রাজার নাম আছে। সম্প্রতি এই ৪৭ জনের তালিকা আরও বর্দ্ধিত হয়ে ৫৪ জনে পরিণত হয়েছে। (২) পূর্বের ইতিহাসে পামহৈবার আগে মাত্র খুম্বতের রাজার সঙ্গে যুদ্ধই একমাত্র ঘটনা ছিল। আজকাল কিন্তু নিত্য নতুন ঘটনা গণ্ডায় গণ্ডায় আমদানী হচ্ছে। (৩) চীনাদের ন্যায় মৈতৈরাও সংস্কৃত শব্দাদি নিজ ভাষায় অনুবাদ করে শব্দটিকে নিজস্ব করে তুলে। উক্ত শব্দগুলির চেহারা থেকে এদের উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব আছে বলে অনুমান করার কোন উপায় নেই। চীনারা কবিগুরু 'রবীন্দ্রনাথ'কে 'চু-চেন্-তান্' (চু = সিন্ধুদেশ, ভারতবর্ষ ; তান্ = রবি ; চেন্ = বজ্র, বজ্রের দেবতা ইন্দ্র) বলে। মৈতৈরাও তদ্রূপ 'মহেন্দ্র পর্বত'কে 'নোং-মাই-জিং' (নো = মেঘ, মেঘের দেবতা ইন্দ্র ; মহি = মুখ্য, মহান ; 'কিং' বা 'জিং' = পর্বত) ; 'বরাহ পর্বত'কে 'ওক-চিং, (ওক = বরাহ) এবং 'পবনদেব উনপঞ্চাশ'কে 'য়াংখেই-নিংথৌ' (য়াংখেই = পঞ্চাশ, উন-পঞ্চাশের "উন" লুপ্ত ; নিংথৌ = রাজা বা দেবতা) বলে। এই সম্বন্ধে পাঙনা পণ্ডিত বিরচিত

'চন্দ্রান্বয় তরু' গ্রন্থ বলে—

> "মাতৃভাষাক্রমে যার যেই নাম শোন।
> নংমহিচিং চিংয়েই কবরু আখ্যান ॥
> বায়ুকোণে তংজ্জ পর্বত আছয়।
> অন্যপার লোকে তাহা লাংজিং যে কয় ॥
> পশ্চিমে বরুণধ্বজ অতি উচ্চ গিরি।
> লহিমাথল বলে অন্য সব মণিপুরী।।"

এইভাবে মৈতৈরা মণিপুরের বিভিন্ন স্থানাদির উপর থেকে পূর্ববর্তীকালের আর্য তথা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের প্রভাব মুছে ফেলার যথাসম্ভব প্রয়াস করেছে। অদ্যকার তারিখ পর্যন্ত মণিপুরের বিষ্ণুপুরে বিষ্ণু মন্দিরে বিষ্ণু বিগ্রহ বিদ্যমান আছে। এই বিষ্ণুপুরের পটভূমিতে "বিষ্ণুপুরীয়া" নাম হয়েছে বলে একবাক্যে সমগ্র মৈতৈ পণ্ডিতরা রায় দেন। অথচ চক্রান্ত-কারী ভারতের সেন্সাস কর্তৃপক্ষের এবং মণিপুর সরকারের যাবতীয় নথিপত্রে বর্তমানে "বিষ্ণুপুর" এর পরিবর্তে "বিষেণপুর" ব্যবহার করা হয়। "বিষ্ণুপুরের অধিবাসীরা 'বিষ্ণুপুরীয়া'—এই সূত্র মতে "বিষেণপুর" এর অধিবাসীরা "বিষেণপুরীয়া" হবে না কেন? এই স্থানের সংস্কৃত নামের প্রাচীনত্ব মুছে ফেলার জন্য এই অর্থহীন নাম 'বিষেণপুর' এর সৃষ্টি। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এই স্থানের নাম 'বি-সেন্-পু বা ফু' জাতীয় কিছু একটা অবশ্যই হবে।

সব শেষের কয়েকটি তথ্য হচ্ছে (১) ১৯৮০ সনের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে "মাইচৌ নিংশিউ মুমিত' পালন করা হয় কাকচিং-এ। প্রায় ২৫০ জন লোকের একটি শোভাযাত্রা নাউহামজাউ জামপাক থেকে 'থুমন কোয়াতপে হাইডেম' পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। শোভা যাত্রা-কারীদের মুখে শ্লোগান ছিল—"আমাদের উচিত আমাদের অতীতের উপর অনুসন্ধান মূলক গবেষণা করা। আমাদের উচিত একটি সত্য ভিত্তিক নতুন ইতিহাস প্রণয়ন করা। আমাদের উচিত আমাদের অতীতের পরম্পরাগত আচার-অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতিকে অনুসরণ করা।" থুমন কোয়াতপে হাইডেন-এর যে স্থানে সাতজন মৈতৈ পণ্ডিতকে হিন্দু

ধর্ম গ্রহণ না করার অপরাধে তৎকালীন রাজার আদেশে (পামহৈবা ১৭৩৬ খৃঃ) হত্যা করা হয়েছিল, শোভাযাত্রাকারীরা সেখানে তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্য পুষ্পাদি অর্পন করে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। বিকৃত ইতিহাসের দ্বারা জাতীয় পরম্পরার আবেগিক অনুভূতিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৈতৈদের সম্ভবতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বর্তমানে নিজেদের প্রাচীন পরম্পরাকে পুনরুদ্ধারের জনপ্রিয় আন্দোলনে ব্রতী হয়েছেন। এই বিষয়ে পূর্বের একটি সংখ্যায় 'The Times of India' র একটি উদ্ধৃতি পরিবেশন করা হয়েছিল। (২) গুয়াহাটী থেকে প্রকাশিত "The Sentinel" পত্রিকার ৩০শে জানুয়ারী সংখ্যায় Imphal Correspondent দ্বারা পরিবেশিত "Manipuri tangle on" শিরোনমের সংবাদটির প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ : ' —For the last two centuries the people of Manipur have been forced to use the Bengali script. The then despotie king who was mesmerized by a Hindu missionary had ordered replacement of the Manipuri script by Bengali ones and adoption of vaishnavism' But then a people do not change the religion simply because a king says so. As a result, to-day the people of Manipur in the valley follow two religion. "Those sections who resisted the religious onslaught were ostracized and dubbed as scheduled caste today."

বিগত প্রায় তিনশত বছর ধরে মৈতৈ রাজন্যবর্গের এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতায় একশ্রেণীর মৈতৈ পণ্ডিতদের দ্বারা বিরামবিহীন প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃত ইতিহাসকে ধ্বংস করে মণিপুরের কৃত্রিম এক ইতিহাস সৃষ্টি করা হয়েছে। মৈতৈ রাজন্যবর্গের তথা বর্তমানে মৈতৈ রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা তথা একশ্রেণীর মৈতৈ পণ্ডিতদের দ্বারা এই বিকৃত ইতিহাসকেই স্বীকৃতি প্রদান করার এবং রক্ষনাবেক্ষণ দেয়ার ফলে বর্তমান মৈতৈ প্রজন্মের কাছে এই বিকৃত ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস

হিসাবে গভীরভাবে বিশ্বাস অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এই বিকৃত ইতিহাসের উপাদানসমূহ অর্থাৎ (১) মৈতৈরাই প্রাচীনকাল থেকে মণিপুরের শাসক জাতি, (২) বিষ্ণুপ্রিয়ারা একটি নিম্নশ্রেণীর পরবর্তীকালে মণিপুরে আগত হেয় একটি গোষ্ঠী বর্তমান মৈতৈ প্রজন্মের বিশ্বাস, চিন্তা ভাবনাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সংখ্যা গরিষ্ঠ বর্তমান মৈতৈ প্রজন্ম যদিও অদূর অতীতের পূর্বপুরুষদের হিন্দুত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং প্রাচীন পরম্পরাগত ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছে, তথাপিও "বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্বেষের পূর্বপুরুষ দ্বারা সৃষ্ট মানসিকতা" থেকে মুক্ত হয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্তের চরম আধুনিক মানসিকতার দ্বারা নিজেদের প্রভাবিত করে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হতে পারছে না। তবে আশা করা যায় যে, একটি মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে একটি সত্যের পুনরুদ্ধারের বৈপ্লবীক কাজে যারা ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় অপর মিথ্যাটিকেও অচিরেই প্রত্যাখ্যান করবেন, যদি প্রকৃত সত্যের সন্ধান পান। তাই ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতদের এই মুহূর্তের পরম কর্তব্য হচ্ছে—বর্তমান প্রগতিশীল মৈতৈ প্রজন্মের সামনে প্রকৃত ইতিহাস উদঘাটন করে দেয়া।

জঘন্য সংকীর্ন অপপ্রচারের জবাব

বিগত তিন দশক ধরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষীক গোষ্ঠী ভারতের সংবিধানের ৩৫০-ক ধারা অনুযায়ী মাতৃভাষা 'বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী'-কে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিকগণ আন্দোলন করে আসছে। এই দাবীর প্রতি কোন ইতিবাচক ভূমিকা আসাম, ত্রিপুরা বা কেন্দ্র সরকার যখনই গ্রহণ করেন, তখনই মীতৈ জনগোষ্ঠীর একাংশ এই সাংবিধানিক দাবীর বিরোধিতায় মধ্যযুগীয় মানসিকতা ও পন্থা অবলম্বন করে ময়দানে অবতীর্ন হন। এই বিরোধিতা কার্যে মীতৈরা প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন মিথ্যা, বিকৃত ও নিম্নমানের অপপ্রচার। সম্প্রতি ত্রিপুরার বাম গনতান্ত্রিক মোর্চা সরকার দ্বারা রাজ্যের ও বি-সি তালিকায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষীক গোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করাকে কেন্দ্র

করে মীতৈদের উক্ত গোষ্ঠি পুনরায় এইরূপ প্রকাশ্য বিরোধিতায় রাজপথে নেমে পড়েছেন। অপপ্রচারের মাত্রা এইবার পূর্বের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে এমন একটি নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আমরা এই অপপ্রচারকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

"ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের প্রতি" শিরোনামে "অল ত্রিপুরা মণিপুরী স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন' দ্বারা প্রচারিত আবেদন এই নিম্নমানের মিথ্যা এবং বিকৃত অপপ্রচারের চূড়ান্ত রূপ তুলে ধরেছে। উক্ত আবেদনে উল্লেখিত "মীতৈ কথাটি দিয়ে মণিপুরীরা নিজেদের মধ্যে পরিচয় দিয়ে থাকেন আর মণিপুরী ছাড়া অন্যরা মীতৈদেরকে মণিপুরী বলে থাকেন"— এই উক্তিটি তাহা মিথ্যা। এবং বাস্তব সত্যের অপলাপ মাত্র। তদানীন্তন মণিপুরের সহকারী রাজনৈতিক বৃটিশ প্রতিনিধি টি, সি, হাডসন দ্বারা ১৯০৮ সনে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের নামটিই হচ্ছে "দি মেইথেজ"। তিনি "দি মণিপুরীজ" কেন বলেন নি? তিনিতো এই "অন্যরা" গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি। ভারতের ভাষা-নীতির মূল ভিত্তি তথা প্রামাণ্য দলিল স্যার জি, এ, গ্রিয়ারসনের The Linguistic Survey of India" গ্রন্থে উল্লেখ আছে "মীতৈ" অথবা "মনিপুরী" তিনি কেন কেবল "মণিপুরী" বলে উল্লেখ করেন নি? তিনিতো এই "অন্যরা' গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি। গ্রিয়ারসন এই-ভাবে 'মীতৈ অথবা মণিপুরী' বলে উল্লেখ করার সুবিধাটি গ্রহণ করেইতো ভারতের চক্রান্তকারী লোকগণনা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মীতৈরা নিজেদের ভাষার নাম 'মণিপুরী' বলার সুযোগ পেয়েছেন। এখানে একটি তথ্য প্রকাশ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। গ্রিয়ারসনের এই LIS-এর পঞ্চম খণ্ডের ৪১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে "They are also Known as 'Bishnupriya Manipris, or 'Kalisa Manipuris'। কোন্ নীতি বলে মীতৈরা এই LIS-এর সুবিধা নিজেরা গ্রহণ করে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা গ্রহনে বিরোধিতা করছেন?

আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে আমরা প্রশ্ন করতে চাই— নিজেদের মধ্যে মীতৈ বলে যদি পরিচয় দেয়াটাই বাস্তব সত্য হয়,

তাহলে কোন্ ব্যয়ের উপাধির স্থানে 'মীতৈ' শব্দটি যোগ করে সারা বিশ্ববাসীকে 'মীতৈ' বলে পরিচয় দেয়ার প্রচেষ্টা বর্তমানে মীতৈদের মধ্যে এত জনপ্রিয় হয়েছে? "The Times of India" পত্রিকার ১৯৯৪ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত "Meitei community heading for spirituac crisis" শিরোনামের সংবাদটির এক স্থানে উল্লেখ আছে— "The Surname Singh is being replaced by 'Meitei' The Manipur contingent at the recently concluded National Game in Pune had more Meiteis than Singhs."

উক্ত প্রচার পত্রে প্রশ্ন করা হয়েছে— "এখন প্রশ্ন মণিপুরী শব্দটির প্রতি তাদের এত লোভ কেন?........এর পেছনে তাদের কোন গোপন অভিসন্ধি আছে কিনা তা উদ্‌ঘাটন করা প্রতিটি গণতন্ত্র প্রিয় নাগরিকের কর্তব্য।" আমরাও চাই মীতৈরা কেন মণিপুরী শব্দটির প্রতি এত প্রলোভিত, তার রহস্য উদ্ঘাটন অবিলম্বে হোক। একথা সর্বজন বিদিত যে, মণিপুরে একটি জনগোষ্ঠী (মীতৈ) সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে রাজ্যের নাম 'মনিপুর' এর পরিবর্তে 'মীতৈ লেইপাক' অথবা 'কাংলেই-পাক', 'মণিপুরী' ভাষার পরিবর্তে "মীতৈলোন' বা 'কাংলাইলোন' করার দাবী জানিয়ে আসছেন। কিন্তু একটি গোষ্ঠী (রাজনৈতিক ক্ষমতাধারী) এই দাবীকে অস্বীকার করে আসছেন। 'মণিপুরী' ভাষা যখন ভারত রাষ্ট্রের চরম মর্যাদা তথা স্বীকৃতি লাভ করার পথে ভারতের সংবিধানের ৮ম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে মণিপুরের একটি গোষ্ঠী (মীতৈ) প্রানপন চেষ্টা করেছিলেন যে, ভাষাটি "মীতৈলোন" নামে ৮ম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত হোক। "The Telegraph" পত্রিকার ১৯৯২ সনের ২৪শে জুলাই তারিখে "Plca to re-name Manipuri" শিরোনামে প্রকাশিত একটি সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "........revivalists in Manipur have demanded that the Manipuri language be named 'Meitcilon'. কিন্তু এই সংবাদটির অন্য এক স্থানে উল্লেখ আছে যে, "In the wake of

the fresh controversy, a high level delegation from Manipur, led by the speaker of the state Assembly, Mr. H. Borobabu Singh, came to the capital and met Mr. Chavan asking him to take immediate steps to resolve the cirsis.

..........At the meeting the leaders clarified all the points raised by the supporters of "Meiteilon" and said no difference existed between it and the Manipuri language." এই সংবাদটির মাধ্যমে একটি তথ্য জনসাধারণের সামনে পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হলো যে, মণিপুরে বর্তমানে দুই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বর্তমান। এই দুই গোষ্ঠী হল— (১) একটি গোষ্ঠী 'মীতৈ' এবং (২) অন্য গোষ্ঠী 'মণিপুরী'।

আমরা জনসাধারণকে জনাতে চাই কারা এই "মীতৈ" এবং কারা "মণিপুরী"। শ্রী রাজমোহন নাথ রচিত "The Background of Assamese Culture" গ্রন্থের ৮৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—'Mei-theis' is clearly—people of Theis land meaning people coming from central china." আসামের বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন যখন চরম জনপ্রিয়, তখন "Patriot" পত্রিকার ১৯৮০ সনের ৭ই জুন তারিখে প্রকাশিত "Bangkok poster support Assam agitation" শিরোনামের সংবাদটিতে উল্লেখ আছে—"..........Ahom Tais and the Meiteis are our blood brothers." এহেন মীতৈদের মণিপুরে প্রবেশ সম্বন্ধে শ্রী রাজমোহন নাথ রচিত "The Background of Asssmese Culture" গ্রন্থের ৮৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে— The Meitheis were the later imigrants. They were more akin to the chinese or the Thais and their language and habits are more mongolian." মীতৈরা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে মণিপুরে প্রবেশকারী একটি জনগোষ্ঠী। তার আগে মণিপুরের প্রাচীন অধিবাসী কে বা কারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা বর্তমান অপপ্রচারের

একমাত্র সঠিক উত্তর।

Assam District Gazette, part IX, Chapter—II. পৃষ্ঠা ১১তে V. C Elen মন্তব্য করেছেন— "The valley was originally occupied by several tribes the principals of which were Khuinal Luang Moirang and Meithei all of whom came from different quarters of whom Khumal was the most powerful and after them the Moirang but ultimately the Meitheis subdued them all and form them into a single people" ডঃ এম, কীর্তি সিং রচিত "Religious Developments in Manipur in the 18th & 19th centuries" গ্রন্থের ২০-২৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে— " ···While spoken language occured very early, it was in 33 AD, that written language really begun among the class of Manipur specially the Low-ang, Angoms, the Khumans and the Moirangs·········

In the struggle for supremacy among the principalities the Ningthouja came out triumphant and absorbed other principalities The Ningthouja dialect became the predominant language of Imphal valley.'

[এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা খুমলং, মৈরাং, আঙ্গম, মাটিং এবং লোয়াং পাঁচটি বংশ নিয়ে "পঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী" নামে পরিচিত। "নিংথৌজা হচ্ছে মীতৈ রাজ বংশ।]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, খুমল, মৈরাং, আঙ্গম, লোয়াউ ইত্যাদি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বংশ সমূহ মণিপুর উপত্যকায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করেছিলেন। ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের মধ্যে লিখিত ভাষার (দেবনাগরী অক্ষরে) প্রচলন ছিল। শ্রী রাজমোহন নাথ রচিত "The Background of Assamese Culture" গ্রন্থের পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন— " ·······So, in Manipur inspite of

the Devanagari Script which the Khala chais might have been using; the Meitheis when they came into power, introduced the new Manipuri script... ... ... In 1627 AD Khagenba introduced the Meitheis as the court language in place of Bishnupriya or Khala-chais language" (এই Khala-cha শব্দের বিকৃত রূপ "কালিসা"— যেটি বর্তমানে মীতৈরা বিষ্ণুপ্রিয়াদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে ব্যবহার করেছেন। শ্রী নাথের মতে "খালাছা" চাঁনা শব্দটির অর্থ হচ্ছে— "Kha-la-chais" evidently means the children (Cha, Chais) of the wide lake (লোগটাক হ্রদ) and probably refers to the race of people who lived in the plain portion of the Manipur valley.")

উপরে উদ্ধৃত তথ্য সমূহকে মীতৈরা তাঁদের অপপ্রচারের সমর্থনে মনগড়া (concocted) বলে দাবী করতে পারেন। এই বিষয়ে শেষ উদ্ধৃতি তথা প্রত্যাহ্বান হিসাবে আমরা একটি উল্লেখ্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "The Indian National Army Martyrs' Memorial Committee & the Netaji Birthday Celebration Committee, Moirang, Manipur." দ্বারা ১৯৭১ সনের ২১শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত 'Souvenir'-এর ৩৩ নং পৃষ্ঠার শ্রী কে, খাতুন সিং রচিত "The Moirang Kangla" প্রবন্ধে উল্লেখ আছে (পৃঃ ৩৪—৩৫)—"After the 40th king—Khellei Nungang Telheiba, the maternal uncle of Bhagya Chandre Maharaja of Manipur (1763—1798), Moirang lost her independence and with it the final consolidation of the different principalities of Manipur was completed under the Meitei (Niugthouja) kings. Since then the kings of Moirang were

either nominated by the Meitei kings at Imphal.'' এই উক্তি দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, অমীতৈ শেষ স্বাধীন রাজ্য মৈরাং ইম্ফলের মীতৈ মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের দ্বারা পরাধীন (১৭৬৯খৃঃ) হয়। এই উক্তি দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, মৈরাং ভিন্ন আরও অন্যান্য অমীতৈ সার্বভৌম রাজ্য মণিপুরে ছিল। এই অমীতৈরা কারা? উক্ত প্রবন্ধের শেষে মৈরাং রাজবংশের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকানুযায়ী সর্বমোট ৪০ জন সার্বভৌম মৈরাঙ রাজা রাজত্ব করেছিলেন ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁদের স্বাধীন রাজত্ব কালের মেয়াদ সর্বমোট ১,৭৪৯ বছর (মনুষ্য রাজার দ্বারা) অর্থাৎ ২০ খৃষ্টাব্দ থেকে। এত বছর মণিপুরে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের অধিকারী এই অমীতৈরা কি মণিপুরী নয়? উত্তর অতি সহজ, সরল + এঁরা অমীতৈ, কিন্তু খাঁটী মণিপুরী। এই খাঁটি মণিপুরীরাই হচ্ছেন ''বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী'' যাঁদের পৃথক ভারতীয় আর্যভাষা দেবনাগরী অক্ষরে মণিপুরী ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (তর্ক সাপেক্ষে) রাজভাষা রূপে প্রচলিত ছিল।

উপরোক্ত Souvenir Sub Committee র Chairman ছিলেন তদানীন্তন মণিপুর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত এম, কৈরেং সিং। উক্ত Memorial Committee রও সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। উক্ত কমিটীতে মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ খান একজন সদস্য এবং শ্রীযুত শীল ভদ্র জাজী ছিলেন উপ-সভাপতি। এই Souvenir উন্মোচন করেন ভারতের তদানীন্তন মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত ভি, ভি, গিরি। এই মহামান্য ব্যক্তিগনের মধ্যে শ্রীযুত এম, কৈরেঙ সিং সুস্থ দেহে জীবিত আছেন। এই প্রবন্ধের বক্তব্যের দায়িত্ব উনাকে গ্রহণ করতেই হবে। এই বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ যোগ্য না।

সুধী নাগরিক বৃন্দ! এই পরাজিত খাঁটী মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়ারা মীতৈদের আগ্রাসী রাজত্ব কালে মণিপুরে নিজ মাতৃভাষা বিসর্জ্জন দিয়ে

'মীতৈলোন' গ্রহণ করতে বাধ্য হন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকে কেন্দ্র করে (১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) বিষ্ণুপ্রিয়াদের উপর মীতৈদের নিপীড়ন এবং বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের (মান) আক্রমনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের সংখ্যালঘিষ্ট অংশ আসাম হয়ে ত্রিপুরা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং অনুকূল পরিবেশে নিজেদের মাতৃভাষা সংস্কৃতিকে সুরক্ষা প্রদান করতে অদ্য পর্যন্ত সক্ষম হন। কিন্তু মণিপুরে বিষ্ণুপ্রিয়াদের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ থেকে যান তাঁদের একটি অংশ সম্পূর্ণভাবে মীতৈ সমাজে মিশে যান। অন্য অংশ মীতৈ ভাষা গ্রহণ করেন 'মণিপুরী' নামে এবং মীতৈ সহ নিজেদেরকে বৃহত্তর "মণিপুরী" জাতি হিসাবে অদ্যাবধি মণিপুরে বাস করছেন বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ যথাসাধ্য বজায় রেখে। এই প্রসঙ্গে ডঃ এম, কীর্তি সিং-এর একটি মন্তব্য হচ্ছে— "The Brahmins, the Mayangs (অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়ারা), the Muslims were included within the frame work of the Manipuri Society. The majority of Meithis Considered themeslves to Khatriyas... ... the Khatriyas consisted of the people of seven salais, Rajkumars and the Vishnupriyas............"
এই উক্তি মতে বর্তমান মণিপুরী সমাজের একটি গোষ্ঠী মীতৈরা যদি মণিপুরী হয়, তাহলে অপর একটি গোষ্ঠী বিষ্ণুপ্রিয়ারা মণিপুরী কেন হবেন না? তাদের আত্মীয় স্বজনরা ত্রিপুরা আসাম বাংলা দেশে কেন মণিপুরী বলে স্বীকৃত হবেন না।

এতক্ষনে এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল যে, মণিপুরের বর্তমান 'মীতৈ বনাম মণিপুরী' দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হচ্ছে— মীতৈরা বৃহত্তর মণিপুরী সমাজকে কুক্ষিগত করে সমগ্র সমাজকে মীতৈ নাম দিয়ে ভাষার নাম, রাজ্যের নাম 'মীতৈলোন' মীতৈ লৈইপাক' করতে চাইছেন। অপর দিকে বৃহত্তর মণিপুরী সমাজের অমীতৈ বিষ্ণুপ্রিয়ারা এই সার্বিক মীতৈ করণকে প্রতিহত করতে চাইছেন। এই আলোচনার মাধ্যমে অন্য

একটি বাস্তব সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হলো যে, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা মণিপুর রাজ্যে নিজ মাতৃ ভাষা বিসর্জন দিলেও মণিপুরের বাহিরে বাস্তব ক্ষেত্রে নিজ মাতৃভাষাকে "বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী" নামে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে প্রতিপালন করে চলেছেন। ভারত সরকার গৃহীত তথা স্বীকৃত গ্রিয়ারসনের LSI এই সত্যকে স্বীকার করে বলেছেন—"They are also known as Bishnupriya Manipuris or as Kalisa Manipuris and are said to be Comparatively numerous among the Manipuri population of Cachar and Sylhet ... Probably 3/4 of (22,500) the supposed speakers of Meithei in Sylhet really speak Mayang (Bishnupriya Manipuri)" সুতরাং সুধী নাগরিক বৃন্দ, এই অবস্থায় ভাষার নাম কেন "বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী" হবে না এবং এ ভাষা আসাম—ত্রিপুরায় কেন দাবী করা হবে না—আপনারাই বিচার করুণ। ভাষাটি মণিপুরে লুপ্ত হলো বলেই কি মণিপুরের বাহিরে লুপ্ত করতে বাধ্য করা হবে ?

মীতৈরা ভারতের Census কর্তৃপক্ষের কথা উল্লেখ করে আমাদের দাবীর বিরোধিতা করে থাকেন। এই কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্তের একটি কারখানা (ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রনালয়)। কেন্দ্র সরকার সমাজের নাম নির্ধারণ করে দেয়ার কে ? সমাজের নাম, ভাষার নাম নির্ধারণ করবে ঐতিহাসিক পরম্পরার ভিত্তিতে নির্ধারিত কেন্দ্র সরকারের নীতি। যে certificate নিয়ে মীতৈরা 'মণিপুরী' হয়েছেন, সেই certificate নিয়ে (গ্রিয়ারসনের LSI) বিষ্ণুপ্রিয়ারাও "বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী" যে কেন্দ্র সরকারের কথা মীতৈরা উল্লেখ করেন, সেই কেন্দ্র সরকার হচ্ছে—এই রাজনৈতিক চক্রান্তের Godown। আমাদের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র সরকার প্রত্যাহবান জানাবেন কি ?

সবশেষে আমাদের প্রত্যাহ্বান—মীতৈরা জনসাধারণের কাছে পেশ করুন—Civil Rule No. 2256/90 মামলায় গুয়াহাটী হাইকোর্ট রায় দিয়ে বলেছেন—"বিষ্ণুপ্রিয়া শব্দটির সঙ্গে মণিপুরী শব্দটির কোন প্রকার ব্যবহার চলবে না।" গুয়াহাটী হাইকোর্টের শীল মোহর যুক্ত এরূপ কোন আদেশের নকল যদি মীতৈরা জনসাধারণের কাছে পেশ করতে পারেন, তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা তাঁদের ভাষার 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' নামের দাবী চিরদিনের জন্য প্রত্যাহার করবেন। অপর দিকে, মীতৈরা যদি এরূপ কোন আদেশ দর্শাতে না পারেন, তাহলে বিশ্ববাসীর কাছে ক্ষমা চাইবেন "বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী" নামের প্রতি অন্যায়ভাবে বিরোধিতা করার জন্য। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, উক্ত মামলায় ত্রিপুরা সরকার ও অন্যতম প্রতিপক্ষ। যদি গুয়াহাটী হাইকোর্ট এরূপ কোন আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে সেই আদেশ ত্রিপুরা সরকার দ্বারা অবশ্যই পালনীয়। ত্রিপুরা সরকার যদি এই আদেশ পালন করেন নাই, তাহলে মীতৈরা গুয়াহাটী হাইকোর্টে "আদালত অবমাননা" (contempt of court)-র অভিযোগ না এনে, রাজপথে তথা সংবাদপত্রে বিতর্কে নিমজ্জিত হয়েছেন কেন ?

'মীতৈ' জাতি স্বত্তার আবেগিক পরিচয়, মীতৈদের কাছে। 'মণিপুরী'—জাতিস্বত্তার আবেগিক পরিচয়, বিষ্ণুপ্রিয়াদের কাছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা দোদুল্যমান অবস্থাটি হচ্ছে 'মণিপুরী শাস্ত্রীয় রাসনৃত্যের'। মীতৈ revivalist রা যদি revival এর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহলে এই নৃত্যশৈলীকে কি নাম দেবেন—"মীতৈ জগৈ" ? বর্তমানে প্রচলিত "থাম্বালচং" আদি "মীতৈ জগৈ" (Meetei folk dance) নাগা-লুসাই লোকনৃত্যের প্রায় সমগোত্রীয়। তাহলে কি কৃষ্ণ-রাধা অষ্টগোপী ইত্যাদিগণ মঙ্গোলীয় চীন থাইল্যাণ্ড গোত্রীয় হবেন ? অথবা উনাদের স্থান কি গ্রহণ করবেন "ড্রাগন" ? অবশ্য আর একটি সম্ভাবনাও প্রবলভাবে বিদ্যমান—মীতৈ revivalist রা হয়তো "মণিপুরী শাস্ত্রীয় রাসনৃত্যের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করবেন

না। কারণ, এই নৃত্য মৈতৈদের সমাজে আদৌ কোন স্থান পাইনি। মীতৈ সমাজে এর কোন ব্যাপক প্রচলন নেই। মাত্র টিভিতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মীতৈরা প্রদর্শন করে থাকেন— যেমন দেবযানী চলিহা, জাভেরী সিস্টার্স ইত্যাদিরা করে থাকেন।

১৯১৯ সনের ১১ই অক্টোবর তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীহট্ট শহরের উপকণ্ঠে মাসিমপুর গ্রামে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী দ্বারা আয়োজিত রাসলীলা প্রথম দর্শন করে মুগ্ধ হন। উক্ত রাসলীলার নৃত্যগুরু ৺নীলেশ্বর মুখার্জি (উত্তর ত্রিপুরার মশাউলী গ্রামের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্রাহ্মণ) কে নৃত্যগুরু হিসাবে নিয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তি নিকেতনে মণিপুরী নৃত্য বিভাগ প্রবর্তন করেন। কাছাড় জেলার কালিঞ্জর গ্রাম নিবাসী রাজকুমার সেনারিক সিংহ, শ্রীহট্ট নিবাসী ৺বদন সিংহ ইত্যাদি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নৃত্যগুরু শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন। সন্তান কামনা করে, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় কামনা করে, অমঙ্গল থেকে পরিত্রানের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা রাসলীলা সমর্পন করেন। ৫/৬ বছরের শিশুকন্যা থেকে ৮০/৮৫ বছরের বৃদ্ধা মহিলা পর্যন্ত রাসলীলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। রাসনৃত্যে বা রাস সংগীতে পারদর্শী মহিলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে গৌরবের অধিকারিনী। ১৫/২০টি পরিবারের বসতি থাকা শতকরা ৬০ ভাগ প্রতিকূল পরিবেশে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা রাসলীলার আয়োজন করে। কিন্তু, গুয়াহাটী, হোজাই, লঙ্কা, লালা, পাথারকান্দি, উধারবন্দ, লক্ষ্মীপুর, সোনাই ইত্যাদি মীতৈ অধ্যুষিত অঞ্চলে রাসলীলা সম্ভবতঃ "অমাবস্যার চাঁদ"।

ইমাঠার জিন্দাবাদ !

ইমাঠার ডালক-পালক !